

২৯ আশ্বিন ১৪২৩ বাংলা, ১৪ অক্টোবর ২০১৬ ইংরেজী  
পবিত্র খোশরোজ শরীফ সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম  
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী

**সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)**

প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদক

নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

সম্পাদনা পরিষদ

আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী  
শেখ মুহাম্মদ আলমগীর

সার্বিক সহযোগিতায়

আলহাজ্ব মওলানা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী  
মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

হুমায়ুন কবির চৌধুরী

সৈয়দ রুহুল কুদ্দুস আকবরী

শেখ শাকিল মাহমুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আবদুল মতিন

মোবাইল : ০১৭১১৮১৭২৭৪

প্রকাশের স্থান

**গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল**

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে

**মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী**

**গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল**

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

E-mail : shahemdadia@yahoo.com

Website : maizbhandarsharif.com

গুণেচ্ছা মূল্য : দশ টাকা মাত্র

## সূচীপত্র

○ সম্পাদকীয়	০৪
○ কুরআনের আলো	আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী ০৫
○ হাদিসের আলো	আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী ০৯
○ ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের কবর জিয়ারত সংগত	অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ১৩
○ উপাধির গুরুত্ব : খাদেমুল ফোকরা	আলহাজ্ব মওলানা খায়রুল বশর হাক্কানী ১৭
○ শায়খে আকবর মহিউদ্দীন ইবনে আরবি (রঃ) ও গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)	মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর ২৩
○ মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর বা ভ্রমণ	হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু মুছা ২৯
○ “গাউছুল আজম মাইজভাগারী মেধা বৃত্তি” দীপ্তিমান আলোর দিশা	আলহাজ্ব এ, টি, এম মুছা ৩৩
○ গাউছুল আজম মাইজভাগারী (কঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি	এম.এম. আবু সাঈদ ৩৬
○ দীদারে এলাহী লাভে-	আব্দুল মতিন ৪০
○ “আশেক মালা”	মুহাম্মদ শাহ্ পরান ৪৪
○ সংগঠন সংবাদ	৪৫
○ শোক সংবাদ	৫২



## সম্পাদকীয়

পরম করুণাময় কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ নবুয়ত ও রেছালত প্রাপ্ত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এর হৃদয় মোবারকে আল্লাহ পাক রাক্বুল আলামিন যাবতীয় নেয়ামত এজমালী ও তাফছীলী হিসাবে বিদ্যমান রাখিয়াছেন। সেই নেয়ামতের মালিক হওয়ার জন্য নবী, অলী, জ্বিন মানব সকলেই তাঁহার উম্মতে शामिल হইতে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহার আহলে বায়াত, বেলায়তে ওজমার অধিকারী গাউছুল আজম ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবা এর বাণী : “আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম, রসূল করিম (সঃ) এর হৃদয় মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি এবং আমার ভাই পীরানে পীর সাহেব ঐ দরিয়ায় ডুব দিলাম। রসূলুল্লাহর (সঃ) দুইটি টুপীর মধ্যে একটি টুপী আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই বড় পীর ছাহেবের মাথায় দিয়াছেন।” এই সুবাদে তাঁহারা বেলায়তে ওজমার অধিকারী গাউছুল আজম। সবচেয়ে বড় বস্তু হইল এই যে, তাঁহারা নিজেরাই গাউছে আজমিয়তের দাবী করিয়াছেন এবং অন্যরা গাউছুল আজম বলিলে তাঁহার স্বীকৃতি দিয়াছেন। অন্য কোন বুজর্গ এইরূপ সর্বাসীন রুহানী এল্‌মের বা গাউছে আজমিয়তের দাবী করিতে দেখা যায় নাই এবং এইরূপ সর্বস্তরে অসংখ্য কেয়ামতও প্রকাশ পায় নাই।

তাঁহার বেলায়তের বাগান হইতে ফয়েজ হাছিল করিয়া কামামিলাতের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন-গাউছুল আজম বিল বেরাছত, ইউছুফে ছানী, ঝালওয়ায়ে নুরে মুহাম্মদী, কুতুবুল আক্‌তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাগুরী (কঃ), যাহার পবিত্র স্মৃতি বার্ষিকী পবিত্র খোশরোজ শরীফ আগামী ২৯শে আশ্বিন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এর একমাত্র মনোনীত সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম, সোলতানে আজম, হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) এর বাণী : “এই বেলায়ত রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের “অছী”। তিনি ওফাত হইবার কয়েকদিন পূর্বে আমাকে তাঁহার গদী শরীফের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।” এই মহান গাউছুল আজমের পরিচয় দেওয়ার জন্য তিনি ও গাউছে পাকের বহু খোদা তত্ত্বজ্ঞানী ভাষাবিদ ভক্ত সহচরগণ আরবী, উর্দু, ফারসী ও বাংলা ভাষায় নানাভাবে নানা ছন্দে তাঁহার পরিচয় গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন।

তাহা বিশ্ববাসীর কাছে তুলিয়া ধরার জন্য “আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী” প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এই মহান তরিকার প্রচার প্রসার করার জন্য অছীয়ে গাউছুল আজম তাঁহার তৃতীয় পুত্র- সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, সোলতানে আজম, আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) ছাহেবকে সর্বস্তরের দায়িত্ব প্রদান করিয়া সকলের অবগতির জন্য “মানব সভ্যতা” নামক বই এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন : “অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিষ্যৎ খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত “আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী” সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠন পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে “হানেফী মজহাব” এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেই ভাবে কামেল অলিউল্লাহর নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদির “সাজ্জাদানশীন” সাব্যস্ত, তদমতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে “সাজ্জাদানশীন” মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।” তিনি এই মহান দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মানসে বিভিন্ন কার্যক্রমসহ “জ্ঞানের আলো” ম্যাগাজিন প্রকাশনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াছেন।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এর প্রতি ভক্তি মহব্বতকে সামনে রাখিয়া বিভিন্ন স্তরের লেখকগণ অনেক লেখা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বগ্রন্থ চিন্তা ভাবনাকে স্বাগত জানাইতেছি। আমরা সব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় প্রদ্রষ্ট করিতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। অদূর ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আমাদের এই পবিত্র প্রয়াসের সাথে একাত্মতা, আন্তরিকতা ও মহানুভবতায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে যাহারা বিজ্ঞাপন দিয়া এবং আরো বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের নিকট ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই আধ্যাত্মিক প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিয়া স্বকাতর প্রার্থনা সকলের উপর আল্লাহ পাক রাক্বুল আলামীনের পেয়ারা হাবিব হরকারে দো-আলম (সঃ) এর করুণাবারি, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এবং মওলায়ে রহমান হযরত বাবা ভাগুরী (কঃ) এর ফয়েজ বরকত সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণভাবে বর্ষিত হউক। “আমিন।”



# কোরআনের আলো

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রেজভী  
অধ্যক্ষ- কাদেবীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

واذيمكر بك الذين كفروا ايثبتوك اوليقتلوك اويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين -

তরজমা : (হে মাহবুব, স্মরণ করুন) যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে অথবা নির্বাসিত করবে এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করেছে, আর আল্লাহ নিজেই কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহর কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। - (সূরা আনফাল, আয়াত ৩০)

শানে নুয়ুল : উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর শাস্ত্র বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন যে, একটি বিশেষ ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তা হলো-পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন পবিত্র মক্কায় জানাজানি হয়ে গেল, তখন মক্কার কোরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের চিন্তা ছিল এই যে, এ পর্যন্ত তো মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যাপার মক্কার ভিতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে কিন্তু এখন মদীনাতেও যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে এবং বহু ছাহাবী হিজরত করে মদীনায়ে চলে গেছেন, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র পবিত্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যে কোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও ধারণা করল যে, এ পর্যন্ত অনেক ছাহাবী হিজরত করে মদীনা গেছেন। কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুল নাদওয়াহ'তে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। দারুল নাদওয়াহ ছিল পবিত্র মসজিদুল হারাম সংলগ্ন কুসাই বিন কেলাবের বাড়ী। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাতির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা বাড়ীটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামী আমলে এটিকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমানে বাবুয় যিয়াদাতই সে স্থান যা তৎকালে দারুলনাদওয়াহ বলা হত। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই বিষয়ে পরামর্শের জন্য কোরাইশ নেতৃবর্গ দারুল নাদওয়াহেই সমবেত হয়েছিল। যাতে আবু জেহেল, নদর বিন হারেছ, উমাইয়া বিন খালক, ওতবা, শায়বা, আবুল বুখতারী, হিশাম বিন আমর এবং আবু সুফ'য়ান প্রমুখ অংশ গ্রহণ করে এবং রসুলে করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হয়। আর এ সভাতেই অভিশপ্ত ইবলিস এক শ্বেত শাশ্রমগণিত বৃদ্ধের আকৃতি ধারণ করে বলতে লাগল- আমি হলাম শায়খে নজদী। আমি তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে যথাযথ রায় দিয়ে তোমাদের সহযোগিতা করবো। তারা তাকেও এতে शामिल করে নিল। অতঃপর রসুলে পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মতামত প্রদান আরম্ভ হলো। আবুল বুখতারী বললো, আমার প্রস্তাব এই যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ধরে এনে একটা ঘরে বন্দী করে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখো। দরজা বন্ধ করে দাও। শুধু একটা ছিদ্র রাখ। তা দিয়ে কখনো কখনো খাদ্য-পানীয় দেয়া যাবে। আর সেখানেই তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এটা শুনে অভিশপ্ত শয়তান ওরফে শায়খে নজদী খুবই নাখোশ হয়ে বললো-এটা খুবই ক্রটিপূর্ণ প্রস্তাব। এ খবর প্রকাশ পাবে এবং তাঁর ছাহাবীরা এসে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমাদের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। উপস্থিত সবাই বললো শায়খে





নজদী ঠিক বলেছেন। তারপর হিশাম বিন আমর প্রস্তাব দিল—মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে উটের উপর আরোহন করিয়ে নিজ শহর থেকে বহিষ্কার করা হোক। অতঃপর তিনি যা ইচ্ছে তাই করুন। তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। ইবলিস এ প্রস্তাবটাকেও নাকচ করে দিল এ বলে যে, যে লোক তোমাদের ও তোমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকেও পর্যন্ত হতভম্ব করে ফেলছেন; তাঁকে কি তোমরা অপর লোকজনের নিকট প্রেরণ করছো? তোমরা কি তাঁর মধুর কথা, তরবারীরূপী অকাট্য বাণীর মর্মস্পর্শীতা দেখনি। যদি তোমরা এমন করো তবে তিনি অপর গোত্রের লোকদের হৃদয় জয় করে তাদের সাথে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে। উপস্থিত সবাই শায়খে নজদীর মতামতকে যথার্থ বলে মন্তব্য করলো। অতঃপর আবু জেহেল প্রস্তাব করলো যে, কোরাইশ বংশের প্রতিটি গোত্র থেকে এক এক সম্ভ্রান্ত যুবককে নির্বাচিত করে তাদের হাতে ধারালো তরবারী দেয়া হোক। যাতে সবাই এক দফাতেই মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর হামলা করে শহীদ করে (নাউযুবিল্লাহ)। তখন বনী হাশেম কোরাইশদের সকল গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। শেষ ফায়সালা এটাই হবে যে, দিয়ৎ তথা রক্তপণ দিয়ে মীমাংসা হোক। অভিশপ্ত ইবলিস আবু জেহেল এর প্রস্তাব গ্রহণ করে তার খুবই প্রশংসা করলো এবং এর উপর সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলো।

পক্ষান্তরে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে উপস্থিত হয়ে এ পক্ষান্তরে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা শুন্য আরজ করে বললেন—ওহে আল্লাহর রসূল, অদ্য রাত আপনি নিজ শয়ন কক্ষে অবস্থান করবেন না। আল্লাহপাক আপনাকে পবিত্র মদীনা (ইয়াছবির)'র দিকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহু'কে নিজ শয়নকক্ষে রাত্রি বেলায় অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে বললেন—আমার চাদর শরীফ মুড়িয়ে গুয়ে থাকবে, কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। অতঃপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হুজুরা শরীফ থেকে বাইরে এসে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে—

انا جعلنا في اعناقهم اغلا لا-----لا يبصرون

পাঠ করে অবরোধকারীদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তা প্রত্যেকের চোখে মাথায় গিয়ে পড়লে সবার দৃষ্টি লোপ পেল এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলো না। অতঃপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দীকে আকবর রদিয়াল্লাহু আনহু'কে সঙ্গে নিয়ে 'সওর' পর্বতের গুহায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহু মক্কাবাসীদের আমানত পৌছে দেয়ার জন্য রয়ে গেলেন। কাফির মুশরিকগণ সারারাত রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হুজুরা মোবারক পাহারা দিয়ে ভোরে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করে দেখতে পেল হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহু'কে। এরপর তারা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খোঁজে বের হয়ে তালাশ করে অবশেষে 'সওর' পর্বতের গুহায় পৌছে দেখতে পেল গুহার মুখে মাকড়সার জাল। তারা মন্তব্য করলো—যদি তিনি এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন, তাহলে এ জালগুলো অক্ষত থাকতো না। এ ধারণায় তারা চলে গেল। হাবীবে কিবরিয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত গুহায় তিনদিন অবস্থান করে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাহর দিকে রওয়ানা হলেন। উদ্ধৃত ঘটনার বর্ণনায় আলোচ্য আয়াতে করীম অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে কবীর, রুহুল মা'য়ানী, বায়জাতী, খায়েন, মাদারেক ও রুহুল বায়ান শরীফ)

আনুষঙ্গিক আলোচনা : আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন, অভিশপ্ত ইবলিস তার অনুসারী অনুগামী কাফির-মুশরিকদের সকল অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে সর্বোতভাবে সাহায্য-সহায়তা করে থাকে। এমনকি মানবাকৃতি ধারণ করে প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দান করে দ্বীন পরিপন্থী কাজে উদ্বুদ্ধ করে। যা উদ্ধৃত আয়াতের শানে নুযুলসহ অন্যান্য দলিলাদির মাধ্যমে প্রমাণিত। তাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রেরিত ও প্রিয়তম সত্ত্বা নবী রসূলগণ ও তাঁদের যথার্থ অনুসারী অলী আল্লাহগণ মুমিন নর-নারীগণকে বিপদাপদের মুহূর্তে সাহায্য-সহযোগিতা করেন এবং যে কোন অবস্থায় স্বীয় দর্শন দানে ধন্য করেন। আর বাস্তবতার



আলোকে এটা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, খোদায়ী কুদরত ও শক্তিসত্তার বিকাশই হল ফেরেশতাকুল ও নবী অলীগণ এবং তাঁরা আল্লাহর বান্দাহদের সব সময় সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। যথা—

দ্বিতীয় হিজরীতে আরবের বদর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে মুজাহিদ্দীনে ইসলামের সাহায্যার্থে ফেরেশতা নাযিল হয়েছিল। আল্লাহর বানী **وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ** এর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শান-মান মর্যাদা ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করা অভিশপ্ত শয়তান ও শয়তান প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গের চিরন্তন স্বভাব। আর তাদের মোকাবেলায় নবীর মান-মর্যাদা ও ইসলামের মহিমা রক্ষার নিমিত্তে সময়োচিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রিয় বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এ দুই দলের একদল আল্লাহর দল ও আর একদল শয়তানের দল হিসাবে আখ্যায়িত। এই দুই দলের তৎপরতা মহাপ্রলয় অবধি পৃথিবী পৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনে করীমের ফায়সালা, আল্লাহর দলই চিরদিন সফলকাম ও বিজয়ী হবে। আর শয়তানের দল চিরতরে লাস্তিত ও ব্যর্থ হবে। উদ্ধৃত আয়াতের শানে নুযুল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমানত সেটা বন্ধুর পক্ষ থেকে রাখা হোক কিংবা শত্রুর পক্ষ থেকে, মুমিনের তরফ থেকে রাখা হোক কিংবা কাফির-মুশরিকের তরফ থেকে তা সর্বাবস্থায় মালিকের নিকট সোপর্দ করা ওয়াজিব-অপরিহার্য। যেমন : রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী শেরে খোদা রহিয়াল্লাহুকে হিজরতের সময় পবিত্র মক্কায়ে রেখে গিয়েছিলেন মক্কার মুশরিকদের আমানত তাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য। হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে—ওই ব্যক্তির নিকট ঈমান নেই যার কাছে আমানতদারী নেই (সুবহানাল্লাহ)। যারা রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের আমানত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে রসূলে করীম রউফুর রহীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের সামনে আমানতদারীর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহান আল্লাহ পাক সবাইকে এ ধরনের অনুপম আদর্শ চর্চা করে উভয় জাহানে ধন্য হওয়ার তাওফীক নহীব করুন। আমীন, বিহ্বরমাতি সায্যিদিল মুরসালীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

“তুর পেলেষ্টাইন, দামেস্ক মিশরে, মহাসমারোহে মদীনা নগরে।

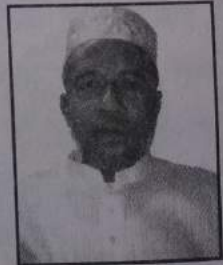
বাগদাদ-আজমিরে পেয়েছি তোমার অপার করুণা দান।

মাইজভাণ্ডার সিংহাসন অলংকৃত করেছ, দেখিয়ে সবে হয়ে আনন্দিত।

প্রশংসা কীর্তন করিছে করিম সুরেতে মিলায়ে তান।”

গাউচুল আজম বিল বেরাছত কুতুবুল আক্কাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঐর ২৯ আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে সাজ্জাদানশীনে গাউচুল আজম খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)র বিশিষ্ট মুরিদ আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা মরহুম মওলানা ফয়জুল হক (রঃ) এবং সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউচুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)র বিশিষ্ট মুরিদান-আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভ্রাতা মরহুম মওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন আনছারীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং সকলের নিকট দোয়া কামনার্থে—

**মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন চৌধুরী**  
সভাপতি, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী  
(শাহ্ এমদাদীয়া), ইউ,এ,ই কার্যকরী সংসদ।





“আপন চিন্তে বিভোর হলে মানুষ হয় নুরের খনি  
সকল আধার দূর হয়ে যায় মানুষ হয় অন্তর্যামী।”

-খাদেমুল ফোক্রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী  
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, দরজা-এ-অছীয়ে গাউছুল আজম,  
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা  
শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী  
(মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং  
নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব  
সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক  
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব ঐর সম্পাদনায়  
২৯ আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত  
“জ্ঞানের আলো”র সফলতা কামনায় নিবেদিত-



আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)  
(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঐর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)

**চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ**

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।



## হাদীসের আলো

আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী  
প্রধান মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

রَوَى أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبِعُ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى يَبْرُكُ لَكُمْ فِيهِ - وَعَنْ  
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا  
دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ  
لَا وَلَادَهُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ  
الشَّيْطَانُ عِنْدَ ادْرِكْتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ ادْرِكْتُمُ الْمَبِيتَ  
العِشَاءَ (الغنية بطالبي طريقة الرق)

হযরতে সাহাবা কেরাম থেকে বর্ণিত- তাঁরা আরয করলেন হে আল্লাহর রসুল! আমরা খাবার খাই আর পরিতৃপ্ত হতে পারিনা। অর্থাৎ এর কারণ কি? তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- তোমরা মনে হয় আলাদা আলাদাভাবে খাও। তাঁরা বললেন- হ্যাঁ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- তোমরা একত্রিত হয়ে খাও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খাও, এতে তিনি তোমাদের খাবারে বরকত দান করবেন অর্থাৎ তখন তোমরা তৃপ্তি লাভ করবে। অপর হাদীসে হযরত জাবের ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন- কোন মুসলিম যখন নিজ ঘরে প্রবেশ কালে এবং খাবার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান তার সন্তানদেরকে বলে- আজকে তোমাদের ঘুমানোর জায়গাও নেই এবং রাতের খাবারও নেই। আর যখন প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ করেনা, তখন শয়তান তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলে- আজ তোমরা ঘুমানোর জায়গা পেয়ে গেছ। আর যখন বান্দা খাবার সময় আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান তার আওলাদের উদ্দেশ্যে বলে- আজকে তোমরা রাতে শোবার জায়গা ও রাতের খাবার পেয়ে গেছ। (আল্গুনিয়া বেতালেবীল হক্ক কৃতঃ হযুর গউছে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু)।



আলোচ্য হাদিসে সাহাবা কেলাম (রঃ) এর পবিত্র অনুভূতির প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ওনারা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি, কি কারণে খাবার গ্রহণ করার পরও কেন তারা তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। তাই তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এর অন্তর্নিহিত কারণ জানতে চাইলেন। ফলে তাঁরা সঠিক সমাধানও পেয়ে গেলেন যে, তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে খাবার কারণে তৃপ্তি লাভ করছেন না। একত্রে খাবার নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খাবারও নির্দেশনা দিলেন। এটা মুসলমানদের পারিবারিক ক্ষেত্রে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশের জন্য বড় সহায়ক একটি বিষয়। কোন পরিবারের সদস্যদের একত্রে খেতে দেখে আগত অতিথিরা অপর বাড়ী গিয়ে ঐ পরিবারের প্রশংসা করতে দেখা যায় যে, অমুখ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বড় ধরনের আন্তরিকতা দেখেছি যে, এরা খাবার ক্ষেত্রে একে অন্যের জন্য অপেক্ষা করে। এতে পারস্পরিক মমত্ববোধ জাগ্রত হয় এবং সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় বড় সহায়ক হিসেবে কাজ করে এ ধরনের মানসিকতা। আসলে তো প্রত্যেক মানুষ তার রুচি ও চাহিদামত করে, এতে অন্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন। কিন্তু, এতে যে মানুষ অন্যের জন্য জ্ঞানের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, এটাই আসল কথা। একত্রে খাবার তৃপ্তি সম্পর্কে প্রায় সকলের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। এক কথায় এতে ত্যাগ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান বলেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে খাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর রিযিক দাতা যেহেতু মহান আল্লাহই, অতএব, অবশ্যই তাঁর নাম নিয়েই খেতে হবে। অন্যথায় খেলেও খাবারে তৃপ্তি আসবেনা।

দ্বিতীয়ত : হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলমান এর জন্য ঘুম হতে উঠা থেকে আবার রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর স্মরণ এর গুরুত্ব রহিয়াছে। তার অর্থ দাঁড়ায় একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত মোতাবেক জীবন যাপন করতে হবে। আর এটা করতে হলে হাদিস শরীফে বর্ণিত দোয়া সমূহ প্রত্যেক মুসলমানকে শিখতে হবে। আর দোয়ার মর্মটিই হলো আল্লাহ ও রসুলের স্মরণ। এজন্য মুরব্বিগণ বলতেন— দোয়া-দরুদ পড়ে ঘর থেকে বের হও, যেন রাস্তা-ঘাটের বিপদ-আপদ থেকে আল্লাহ তায়াল্লা রক্ষা করেন। বিশেষ কয়েক ক্ষেত্রে ছাড়া প্রত্যেক দোয়ার সাথে দরুদ শরীফ পড়ার বিধান রয়েছে। দরুদ শরীফ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বলিত নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোর বর্ণনা সমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু, বর্তমানে মুসলিম পরিবারে ছেলে-মেয়েদের দোয়া-দরুদ শেখানোর গুরুত্ব তেমন আছে বলে মনে হয় না। অথচ এটা মুসলমানদের জন্য সার্বিক নিরাপত্তার বড় হাতিয়ার। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছেন প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

“দোয়া হচ্ছে ঈমানদারের হাতিয়ার।”

বর্তমানে বৈষয়িক সমৃদ্ধির সাথে সাথে মুসলমানদের নিকট ইসলামী আদর্শ চর্চার মনোভাব হ্রাস পেতে চলেছে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে। মূলতঃ সব আধুনিকতা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে কখনো সক্ষম হবে না। যদি না এর সাথে প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ চর্চার সমন্বয় ঘটানো হয়। আলোচ্য হাদিসে ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর স্মরণ এর নির্দেশনা বিদ্যমান। ঘর থেকে বের হবার সময়ের দোয়া ও হাদিস শরীফে বর্ণিত। যথা— “বিসমিল্লাহে তাওয়াক্কালতু আল্লাল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।” আর বাইর থেকে এসে ঘরে প্রবেশ করার সময়ও বিভিন্ন ধরনের দোয়া বর্ণিত। তন্মধ্যে— “আল্লাহুমা আদখিলনী মুদখালা ছিদ্কিন ওয়া আখরিজনী মুখরাজা ছিদ্কিন”—একটি, এভাবে যখন একজন মুসলমান প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য বর্ণিত দোয়াগুলো পাঠে





অভ্যস্ত হয়ে উঠবে তখন তার সবসময় আল্লাহর যিকির করার পথ প্রসস্তু হতে থাকবে। ঐ ধরনের ব্যক্তিকে শয়তান প্ররোচনা দেয়ার সুযোগ পাবে না। উল্লেখ্য যে, অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ শয়তান এর অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। তাদের উদ্দেশ্যে বলব- হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- “যখন আযান এর ধ্বনি উত্তোলিত হয় তখন শয়তান পেছনের পথে বাতাস ছেড়ে ছেড়ে পালায়।” বর্ণিত যে, বালা-মুছিবত ইত্যাদির মত দৃশ্যমান বস্তু নয় এমন বিষয়গুলো কুকুর পথে বাতাস ছেড়ে ছেড়ে পালায়। তখন মুরব্বীগণ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। প্রত্যক্ষ করে। তখন কুকুর কান্নার স্বরে আওয়াজ তোলে। তখন মুরব্বীগণ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। বর্তমানে একটি বিষয় অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি- কোন মসজিদে আযান শুরু হলে আশে-পাশে থাকা কুকুরগুলো চিৎকার শুরু করে, কারণ তারা শয়তানের পলায়ন প্রত্যক্ষ করছে। তাইতো হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- “তোমরা যখন কুকুরের কান্না শুনবে, তখন আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো।”

অতএব, মুসলিম পরিবারে অবশ্যই দোয়া-দরুদের চর্চা বাড়ানো প্রয়োজন। এক সময় গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়েরা সন্ধ্যায় মুখ হাত ধুয়ে ঘরের দরজায় বসে দোয়া দরুদ পাঠ করত। বর্তমানে এ দৃশ্য চোখেই পড়ে না বললে চলে। সুযোগ পেলে তারা টেলিভিশন বা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাস্তবতা থেকে প্রত্যেক অভিভাবকদের নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণের দিকের চেয়ে ক্ষতির দিক অনেক প্রশস্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র ধ্বংসে এটাই যথেষ্ট বলে মনে করি। অশালীনতা কত প্রকার ও কি কি তা বর্তমান এক প্রকার মোবাইলে কোন কিছুই কমতি নেই। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ফলে প্রত্যেক নারী ধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ, নির্যাতন, খুন-খারাবী ইত্যাদি অপপ্রতিরোধ হয়ে উঠছে! আল্লাহ হেফায়ত করুন।

“মাইজভাণ্ডারী গাউছে আজম খোদার ভাণ্ডার।  
এস্কের আজব শান হইয়াছে প্রচার।।”

**২৯ আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ**  
উপলক্ষে প্রকাশিত ‘জ্ঞানের আলো’র  
সফলতা কামনা করছি।

আমার, আমার পরিবারের, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট  
সকলের জন্য দো‘জাহানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায়-  
শ্রদ্ধাবনত-

**মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী**  
সাংগঠনিক সম্পাদক  
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী  
(শাহু এমদাদীয়া)। চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ।

“কে তোমারে চিনতে পারে কে তোমারে চিনতে পারে।  
তোমার কার্যকর্ম রীতি নীতি সব চলেছে আড়ে আড়ে।।”



**মেসার্স সামশুল আলম এণ্ড ব্রাদার্স**  
এস.এ.বি গার্মেন্টস

৯০, বাহার লেইন  
রেয়াজউদ্দীন বাজার, চট্টগ্রাম।  
মোবাইল : ০১৮১৮-০৯৪৪৪০



# ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের কবর জিয়ারত সংগত

অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী

\* প্রাক কথন : বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হামিদাও ওয়া মুসাভিয়া ওয়া মুহাম্মাদিমান, আম্মাবাদ- নারী পুরুষ মিলেই মানব জাত। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- “ইয়া আইউহান্নাছু ইন্না খালাকনাকুম মিন জাকারিন ওয়া উনচা---” অর্থ, হে মানব! আমি তোমাদেরকে এবং পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা-হুজরাত : ১৩) মহিলা পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। কেউ অবহেলিত নয়, তুচ্ছ নয়।

\* মহিলাদের অধিকার : মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন- ‘ওলাহুন্না মিচ্চল্লাজী আলাইহিন্না বিল মা’রুফ অর্থ- আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী (সূরা-বাকারাহ : ২২৮)। কিন্তু যুগে যুগে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিশ্বে বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ধর্মে নারীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে নারী হয়েছে নির্যাতিতা ও নিপীড়িত। প্রিয় নবী করিম (সঃ) এর আবির্ভাব সমসাময়িক কালে আরব সমাজে নারী ছিল চরম অবজ্ঞার শিকার। তারা ছিল অধিকার বঞ্চিত। কন্যা সন্তানের জন্ম হলে মনে করা হতো লজ্জা ও অপমানের ব্যাপারে। তাই নিষ্ঠুর ও নির্দয় ভাবে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়ার কুপ্রথাও সমাজে প্রচলিত ছিল। এই জাহেলিয়াতের অন্ধকারের মধ্যেই ইসলামের আকির্ভাব হয়। ইসলাম হচ্ছে মানবতার মুক্তির সনদ। ইসলাম সর্বক্ষেত্রে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলাম নারীকে কন্যা, মাতা, ভগ্নি, জায়া হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ এক হলেও দৈহিক গঠনে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তদনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনেও বেশ কিছু ব্যবধান ও পার্থক্য আছে নারীদের ক্ষেত্রে। এজন্যে সর্বক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মক্ষেত্র এক নয়। তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযোগী। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে সুনিবিড়, সুখী ও পরিপাটি সংসার-সমাজ ও বিশ্ব। নারী-পুরুষের মালিকানা ও দায়িত্বের হিসাব-নিকাশে ইসলাম নারীকে যে সুবিধা প্রদান করেছে তা সর্বকালের জন্য অনন্য, ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রশংসনীয়। অধিকন্তু ব্যক্তিগত উপার্জনের ক্ষেত্রেও কুরআনে পাকের ঘোষণায় রয়েছে যে, লিররিজালে নসীবুন মিম্মাক্তাছাবু ওয়া লিন্নিছায়ি নসীবুন মিম্মাক্তাছাবনা”। অর্থ- পুরুষের উপার্জন পুরুষের এবং নারীর উপার্জন নারীর।

\* নারীদের পর্দা পালন : পর্দাকে কুরআনী ভাষায় বলা হয় হিজাব। এটি নারী জাতির ভূষণ। নারীত্বের জন্য রক্ষা সচ। যার বাংলা অর্থ হলো ঢেকে ফেলা। যার ইংরেজী হলো (ভেইলস), শরীয়তের পরিভাষায় হিজাব বা পর্দা হলো, আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)র নির্দেশ অনুযায়ী শরীর এমনভাবে ঢেকে ফেলা যাতে কোন অঙ্গ প্রকাশ না হয়। আল্লাহ-তায়ালার সূরা নূর এর ৩১নং আয়াতে ইরশাদ করেন- “মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন সাধারণ প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ অলংকার ও আকর্ষণীয় পোষাক প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে।” সূরা আহজাবের ৫৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন- “তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে বুঝা যায় নারীগণ প্রয়োজন ঘর থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপর দিক থেকে বুলিয়ে শরীর আবৃত করে ফেলবে। প্রচলিত বোরকা এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।



হাদীছে পাকে রাসুল আকরাম (সঃ) ইরশাদ করেন- “মহিলারা তাদের পায়ের ইজার তথা চাদর (পায়ের নালার) এক বিগত নীচে ঝুলিয়ে পরবে। উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন- তাহলে তো তাদের পা অনাবৃত হয়ে পড়বে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন- তাহলে একহাত ঝুলিয়ে পরিধান করবে এর বেশী নয়। (তিরমিযী শরীফ-১১৭৩) নাসায়ী শরীফ : ৮২০৯) মহিলাদের শরীর পর্দায় আবৃত করার সাথে সাথে তার পরিধেয় বস্ত্রও আবৃত রাখা, এটা পর্দার সর্বোত্তম স্তর। শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে তাদেরকে বের না হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিম রমণীকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। কারণ পর্দা ফরজ, ইবাদাত। প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে সমস্ত শরীর ঢেকে বাইরে যেতে হবে। তা না হলে কবির গুনাহের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

\* আওলিয়া দরবেশদের মাজার জিয়ারত : উপরে বর্ণিত তথ্যগুলো এ কারণেই উপস্থাপন করলাম যাতে মহিলাগণ তাদের স্বজনের কবর কিম্বা আউলিয়া-পীর-ফকিরের রওজা শরীফে গমন করে জিয়ারত করার সময় কী পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করবে তা সহজে অনুধাবন করতে পারেন। যেহেতু যে কোন পবিত্র ও সম্মানীয় স্থানে গমন, সেখানে সম্মান প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের জন্য সমান শরীয়ত সম্মত। বাড়তি শুধু মহিলারা ধৈর্যের পরিচয় দেবেন এবং পর্দা প্রথা পালন করবেন। পবিত্র স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ব্যক্তির ঈমান ও উন্নত মানসিকতার পরিচায়ক। রাছুলে পাক (সঃ) ঐর ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বে তিনটি স্থান মহাপবিত্রময়। (১) বায়তুল্লাহ শরীফ (২) মসজিদে নববী শরীফ (৩) মসজিদুল আকসা শরীফ। উক্ত তিন স্থানেই কোন না কোন নবী-ওলীর স্মৃতি নিদর্শন বিজড়িত আছে। যেমন বায়তুল্লাহ শরীফের সাথে হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত ইসমাইল (আঃ) হযরত হাজারা (আঃ) রাছুলে মকবুল (সঃ) প্রমুখ মহা মর্যাদাবান ব্যক্তিদের কোন না কোন স্মৃতির সম্পৃক্ততা আছে। মসজিদে নববী মদীনা শরীফের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যই হলো তথায় স্বয়ং রাসুল পাক (সঃ) খোলাফায়ে রাশেদার দুজন মহাত্মা (১) হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) (২) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) দের মহাপূণ্যময় রওজা শরীফ বিদ্যমান থাকা। তেমনি বায়তুল মুকাদ্দাসের চতুঃপাশে বহু নবীর রওজা শরীফ বিদ্যমান রয়েছে বলে সূরা বনি ইসরাঈলে পরোক্ষ বর্ণনা রয়েছে।

এছাড়াও মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের ঐ সমস্ত পবিত্র স্থান যেগুলোর সাথে প্রিয় নবী (সঃ), সাহাবা, ওলি-আউলিয়া ও শহিদানদের স্মৃতি মিশে আছে। অধিকন্তু যে সব ইমাম, ওলীআল্লাহগণের অনন্য অবদানে আমরা আজ মুসলমান হিসেবে গৌরবান্বিত; বিশ্বের ইতিহাস সমৃদ্ধ, তাদের মাজার-রওজা শরীফ সহ স্মৃতিময় স্থানগুলো মুমিন-মুসলমানের হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত আছে। এ সকল স্থানের জিয়ারত মানুষের ঈমানকে তাজা করে। আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাতেকে সুদৃঢ় করে। ওলী-আউলিয়াদের স্মৃতিময় স্থানে গমন করলে ওলী-বুজর্গ-সালেহীনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের সূরা হাজ্ব এর ৩২নং আয়াতে ইরশাদ করেন “ওয়া মাই ইউআজ্জিম শায়াইরাহু ফাইল্লাহ মিন তাকওয়াল কুলুব” অর্থাৎ- আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় সঞ্চারিত হয়। তাই আমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ বিশেষতঃ ওলী-আউলিয়া, আহলুল্লাহদের স্মৃতিময় বস্ত্র ও তাঁদের রওজা-মাজার শরীফগুলো জিয়ারত করব, মন দিয়ে দেখব এবং এগুলোকে তা’যিম-সম্মান করে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীরুতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হব।

\* মহিলাদের জন্য জিয়ারত বৈধ : বিগত হাদীছ গ্রন্থ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে- “আল্লাহ নবীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাআ ইমরাআতান বিমাক্ববারাতিন তাবকি আলা কাবরি ইব্নিহা ফা



আমারা হা বিস্‌সাবরি ওয়া লাম ইউনকির আলাইহা" অর্থাৎ- নবী করিম (সঃ) জনৈক মহিলা সাহাবিয়াকে কোন এক কবর স্থানে তার ছেলের কবরের পাশে কান্নারত অবস্থায় দেখে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশ দেন, কিন্তু জিয়ারত করতে নিষেধ করেন নি।" বুঝা গেল ধৈর্য্য ধারণের শর্তে মহিলাদের জিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। সুতরাং নবী-ওলীগণের রওজা-মাজার সমূহ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা নারী-পুরুষ সবার জন্যই সুন্নাত। তবে কিছু শর্ত আছে মহিলাদের ক্ষেত্রে তাহলো (১) পর্দা সহকারে গমন করা (২) মুহরিম বা বিবাহযোগ্য নয় এমন পুরুষ সাথে নেয়া, (৩) পুরুষ লোকের সাথে মিলেমিশে জিয়ারত না করা তবে স্বামীর সাথে স্ত্রীদের গমন করে জিয়ারত করা উত্তম (৪) চিৎকার করে বুক ফাটা আত্ননাদ না করা ইত্যাদি।

\* বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে : মহিলাদেরকে কবর জিয়ারতে বাধা প্রদানকারীরা যে হাদিস শরীফকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে প্রচার করে তাহলো- (১) "নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুরি" অর্থাৎ- আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছি। (২) "লায়ানাল্লাহু জুউয়ারাতিল কুবুরি" অর্থাৎ- অধিক হারে জিয়ারতকারী মহিলাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত। (৩) লাতাশুদুর রিহালা ইল্লা ইলা ছালাছাতি মাছাজিদা আও মাওয়াদিয়া আল মাছজিদিল হারাম, ওয়াল মাছজিদিল আকসা, ওয়া মাসজিদি হাজা" অর্থাৎ- নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেছেন- তিন মসজিদ হারাম, ওয়াল মাছজিদিল আকসা, ওয়া মাসজিদি হাজা" অর্থাৎ- নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেছেন- তিন মসজিদে হারাম বা বাইতুল্লাহ (২) মসজিদে আকসা (৩) আমার এই মসজিদ বা মসজিদে নববী।

প্রাপ্ত প্রথম হাদীস খানা মুসলিম শরীফে পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ রয়েছে "কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুরি আলা ফাজুরহা" অর্থাৎ রাহুলে পাক (সঃ) ইরশাদ করেছেন- "আমি (অনিবার্য কারণ বশতঃ) প্রথম দিকে তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে "কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুরি আলা ফাজুরহা, ফাইল্লাহা তুরিক্কুল ক্বালবা ওয়া তুদমিয়ুল আইনা ওয়া তুজাক্কিরুল আখিরাতা।" অর্থাৎ- নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেন- "আমি তোমাদেরকে প্রথম দিকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা জিয়ারত করো। কেন না, কবর জিয়ারত কলবকে নরম করে, চোখে অশ্রু ঝরায় এবং পরকালকে স্মরণ করায়।

ইসলামী মনিষীগণ উক্ত পবিত্র হাদিসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, যেহেতু অন্য হাদীস দ্বারা নারীদের জিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং লানত বা অভিশাপের হাদিস খানা নিষেধাজ্ঞা মূলক নয়; বরং তা সতর্কতা মূলক। অর্থাৎ এ সব মহিলাদের উপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ বর্ষিত হয়, যে সব নারী বা মহিলা জিয়ারতকারী ঘন ঘন জিয়ারত করে। সে জন্যেই নবী করিম (সঃ) আরবী "জুউওয়ারাত" শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী মুবালাগা বা অতি মাত্রায় ঘন ঘন জিয়ারত করা বুঝায়। অর্থাৎ ঘন ঘন জিয়ারতকারী মহিলার উপর লানত। তবে সংযতভাবে জিয়ারতকারী মহিলাদের জন্য এ অভিশাপ প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া যাবতীয় বদঅভ্যাস মুক্ত হয়ে মহিলাগণ যা শুধু অন্তরকে নম্র করা, পরকালকে স্মরণ করা, ঈমান তাজা করা, ফয়েজ-বরকত লাভ করা, কোন রূপ কান্নাকাটির- হৈ হুল্লোর না করা ইত্যাদি নিয়তে কবর জিয়ারত করেন, মাজার-রওজা শরীফ দর্শনে গমন করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে মহিলা-নারীদের জিয়ারতও জায়েজ এবং সুন্নাত।

বিশ্ব মুসলিম জননী হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) নিজ ভাই আবদুর রহমান (রাঃ)'র রওজা-মাজার শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হতে প্রতি বৎসর মক্কা শরীফ গমন করতেন। হযরত মা ফাতিমা জাহরা (রাঃ) প্রতি জুমাবারে মদীনা নগরীর বাইরে উহুদের ময়দানে গমন পূর্বক হযরত আমির হামজা (রাঃ)'র মাজার শরীফ জিয়ারত করতেন। ইমাম দ্বিতীয় হাসান যাঁকে হাসানুল মুসান্নাহ বলা হয়, তিনি ইত্তিকাল করলে তাঁর সহধর্মিনী তাঁর



মাজার শরীফ পাকা করে তথায় এক বছর বসবাস করেছেন। নবী বংশের নারীগণের আমল অন্যান্য নারীদের জন্য আদর্শ। তাই নিঃসংকোচে বলা যায় মহিলাদের জন্য কবর-রওজা জিয়ারত ইসলামের দৃষ্টিতে শরীয়ত সম্মত।

\* প্রিয় নবীর দরবারে মহিলাদের আগমন : আল্লাহ পাক সূরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন- “ইয়া আইউহান্নবীউ ইজা যাআকাল মু‘মিনাতু ইউবায়িনাকা আনলা ইউশরিকনা বিদ্বাহি শাইআন---”। অর্থাৎ- ওহে আমার প্রিয় নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ (বায়াত) করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা।” উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, রাসুল (সঃ) কে আল্লাহ পাক মুমিন রমণীগণের জিয়ারত-সাক্ষাৎ করাকে উৎসাহিত করেছেন এবং উক্ত কর্মটিকে আল্লাহ পাক অনুমোদন দিয়ে কুরান মাজীদে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। প্রমানিত হলো নারীগণ নবী-ওলীগণের সাথে সাক্ষাৎ, তাদের কবর-মাজার-রওজা শরীফে জিয়ারত করা কুরআন-হাদীস সম্মত বিষয়। তাছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত রাসুলে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর দরবারে আপন অপরাধ ও কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ পাক কুরআনে করিমে মুমিন-মুসলমান নর-নারী সবার প্রতি পরোক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন সূরা নিছার ৬৪নং আয়াতে বর্ণিত আছে যে, “ওহে আমার প্রিয় নবী (সঃ)! যে সব ব্যক্তি নিজের উপর নিজে অত্যাচার করেছে তারা যদি আপনার নিকটে এসে যায় আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আপনি রাসুলও যদি তাদের জন্য ক্ষমার সুপারিশ করেন তখন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে অতিশয় দয়াবান এবং তওবা কবুলকারী রূপে তারা পাবে।” অত্র আয়াতে করীমায় আল্লাহ তায়ালা রাহুলে পাকের জীবদশার কোন শর্ত আরোপ করেনি, দূরের নিকটের কোন শর্ত আরোপিত হয়নি, বরং উক্ত আয়াতের ভাবার্থ অর্গলমুক্ত নিঃশর্ত। প্রমাণিত হলো নবী করিম (সঃ) ঐর নিকট যাওয়া তাঁর জিয়ারত করা তাঁর হায়াতে বা পবিত্র জীবদশায় যেমন কর্তব্য তেমনি তাঁর পরজগতে পদার্পনের পর তাঁর রওজা শরীফে গিয়ে জিয়ারত করা তাঁর নিকট হাজির হওয়া কর্তব্য বলে উক্ত আয়াতের অন্তর নিহিত ভাবধারায় বিদ্যমান আছে। তাঁর রওজা শরীফ জিয়ারতের ব্যাপারে দূরে-কাছের লোক, যুগের তারতম্য আগে-পরে, নর-নারী কোন বিষয়ের কোন ব্যবধান ও পার্থক্য নেই। উক্ত আয়াত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সব মুসলিমের সর্বকালীনভাবে রাহুলে পাকের রওজা শরীফ জিয়ারত করার বৈধতা প্রমানিত। কবর জিয়ারতের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার কারো নেই।

বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত দলিলের মধ্যে প্রধান দলিল হলো ঐ হাদীস যেখানে বলা হয়েছে “লাতাশুদুর রিহালা” অর্থাৎ তিন স্থান বা মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করোনা। প্রকৃত পক্ষে উক্ত হাদীসের অপব্যখ্যা দিয়ে জিয়ারত নিষিদ্ধকারীরা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। যার শিকার হয়েছে অগণিত ধর্মপ্রাণ সরল মানুষ। মূলত : উক্ত হাদিছ শরীফ দ্বারা মসজিদে সফর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর প্রসঙ্গে উক্ত হাদীস কখনো প্রযোজ্য নয়। উক্ত তিন মসজিদের ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করাই হলো উক্ত হাদিসের উদ্দেশ্য।

\* যবনিকা : মাজার-রওজা-কবর জিয়ারত ধর্মীয় বিধান সম্বলিত একটি শরীয়ত সম্মত বিষয়। এতে নারী-পুরুষের কোন প্রভেদ নেই। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে যে ক’টি সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক সেগুলো ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। সেগুলো পালন পূর্বক মহিলাদের জিয়ারতে কোনরূপ ইসলামী নিষেধাজ্ঞা নেই। বিষয়টি সকলের বোধগম্য হোক মহান আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা- আমীন! ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবীন।



## উপাধির গুরুত্ব : খাদেমুল ফোক্রা

আলহাজ্ব মওলানা খায়রুল বশর হাক্কানী  
প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক  
আশেকানে আউলিয়া এডুকেশনাল কমপ্লেক্স

আল্লাহপাক আঠার হাজার মখলুকাত সৃষ্টি করে তার মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই মানবজাতির মধ্য থেকে নবী ও অলী এই দুই শ্রেণীকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আবার নবী ও অলীগণের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে এমন বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন, যে সম্মান বা উপাধি দ্বিতীয় কাউকে দান করেন নাই। কোরান মজিদের তৃতীয় পারার প্রথম আয়াতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরবীতে এই বিশেষ উপাধি ‘ছিফতে মোখতাছা’।

তাজকেরাতুল আযিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখি যে নবীগণের মধ্যে যারা বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের কার্যক্রমে সম্ভ্রষ্ট ও খুশী হয়ে আল্লাহ রববুল ইজ্জত এই বিশেষ উপাধি বা খেতাব বরাদ্দ এবং দান করেছেন। যেমন, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) একশত আটাশ বৎসর বয়সে একমাত্র শিশুপুত্র হজরত ইসমাইল (আঃ) কে খোদার প্রেমে নিজের সত্ত্বাকে বিলীন করে কোরবানীর লক্ষ্যে গলার উপর ছুরি চালনা করতে পেরেছিলেন, -তাই আল্লাহপাক খুশি হয়ে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কে ‘খলিলউল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছিলেন। হজরত ইসমাইল (আঃ) মাত্র আট বৎসর বয়সে খোদার প্রেমে নিজের জীবন উৎসর্গে পিতার হাতের ছুরির শানিত ফলার নিচে নিজের গর্দান স্বইচ্ছায় নত করেছিলেন, -তাই আল্লাহ পাক সম্ভ্রষ্ট হয়ে হজরত ইসমাইল (আঃ) কে ‘জবীহ উল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত করে পুরস্কৃত করেছিলেন। এমনিভাবে হজরত আদম (আঃ) কে ‘হুফিউল্লাহ’, হজরত নূহ (আঃ) কে ‘নজীউল্লাহ’, হজরত ইউসুফ (আঃ) কে ‘সিদ্দিকউল্লাহ’ হজরত দাউদ (আঃ) কে ‘খলিফাতুল্লাহ’, হজরত মুছা (আঃ) কে ‘কলীমউল্লাহ’, হজরত ঈসা (আঃ) কে ‘রুহুল্লাহ’ এবং আল্লাহর প্রিয় মাহবুব তাজেদারে মদীনা রহমতুল্লিল আলামীনের উপাধি ‘হাবিবউল্লাহ’। এমনিভাবে আল্লাহর প্রেরিত নবীদের উপর তাঁর সম্ভ্রষ্টির নমুনা স্বরূপ এমন কিছু ছিফতে মোখতাছার বা বিশেষ উপাধি দান করেছেন যা অন্য কোন নবীর নামের সঙ্গে উচ্চারিত হয় না এবং প্রযোজ্যও নয়।

একইভাবে আল্লাহর অলীগণের মধ্যেও নির্দিষ্ট অলীদের উপর আল্লাহ পাক এবং তাঁর হাবীব সম্ভ্রষ্ট হয়ে পুরস্কার স্বরূপ এমন কিছু উপাধিতে ভূষিত করেছেন যা অন্য কোন অলীর নামের সাথে উচ্চারিত বা প্রযোজ্য হয়না। যেমন হজরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) মক্তবে কোরান শরীফ পাঠ অবস্থায় খোদা তত্ত্বের গূড়রহস্য সন্ধান সমর্থ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ পাক তাঁর নামের বরাবরে ‘সুলতানুল আরেফীন’ অর্থাৎ আরেফ বা আল্লাহর জাতে পাকের রহস্য অনুধাবনকারীদের বাদশাহ বরাদ্দ করেছেন।

শাহেনশাহে আউলিয়া পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এই জগতে আবির্ভূত হওয়ার পাঁচ শত বৎসর পূর্বে এমন একটি পূণ্যময় কর্ম সম্পাদন করেছিলেন যা শুধু মাত্র মানব জগতে ও জ্ঞান জগতে নয় বরং উর্দ্বলোক তথা ফেরেশতাকূলের জগতেও অবিসম্বাদিত। ফেরেশতা কূলের সর্দার হজরত জিব্রাইল (আঃ) যে স্তরে গমনে অপারগ ছিলেন শাহেনশাহে বাগদাদ ‘রফরফ’ রূপে ‘লা মকাম’ পর্যন্ত আল্লাহর মাহবুবকে বহন করেছিলেন। এই মহত্তম খেদমতের কারণে আল্লাহর প্রিয় হাবিব স্বহস্তে তাঁর শিরোদেশে গাউছিয়তের ‘তাজ’ স্থাপন করেছিলেন এবং এরশাদ করেছেন তোমার এই অনন্য কাজের উপর সম্ভ্রষ্ট হয়ে আমি তোমাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করিলাম যাহা ইতিপূর্বে কাহাকেও দান করি নাই এবং দান করিবনা। তার মধ্যে একটি হলো ছিফতে মোখতাছা বা বিশেষ উপাধি ‘মাহবুবে ছোবহানী’। এই উপাধি শুধুমাত্র শাহেনশাহে বাগদাদের



জনাই প্রযোজ্য।

খাজা গরীবে নেওয়াজকে যখন প্রিয় নবী ভারতবর্ষের 'রাজত্ব' দান করলেন তখন তিনি আরজ করেছিলেন এয়া হাবিবআল্লাহ, আপনি যখন আমাকে ভারতবর্ষের রাজত্ব দান করছেন তাহলে এই এলাকার সকল মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সহ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমার সকল 'প্রজা'দের মঙ্গলের জন্য আমাকে এমনিভাবে ক্ষমতাবান করুন যাতে কেয়ামত পর্যন্ত আমার দরবার থেকে কাউকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে না হয়। আল্লাহ রসুল সন্তুষ্ট হয়েই তাকে 'বান্দা নেওয়াজ' উপাধিতে পুরস্কৃত করেছিলেন। যা অন্য কোন অলীর নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না।

যেই মহান অলীর আবির্ভাবে মগরাজাদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে রসদ প্রভৃতি সরবরাহের মধ্যকেন্দ্র মাইজভাণ্ডার এতদ্ব্যপেক্ষে রুহানী প্রাণশক্তির কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বেলায়ত যুগের শেষার্ধ্বে প্রথমভাগে বেলায়তে মোতলাকায় আহমদির অধিকারী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) জমানার যুগ-আউলিয়া বা মোজাদ্দেদ এবং ফরদুল আফরাদ আউলিয়া রূপে বিকশিত হন।

আহমদ নাম আল্লাহ যুক্ত করে এই নাম রাহমাতুল্লিল আলামীন নির্ধারণ করেছিলেন। হজরত মহীউদ্দিন ইবনে আরবীর মতে নবী করিম (সঃ) এর অন্তর্গত দীন রবি এশিয়ায় পূর্বাঞ্চলে পুনঃ উদ্ভূত হবে। তাঁর নাম গঠিত হবে খোদার জাতি নাম আল্লাহ এবং নবী করিম (সঃ) এর বেলায়তী নামের সংমিশ্রণে। এই নামের অধিকারী ও তাঁর বর্ণিত লক্ষনধারী মহামানব পরম দয়াময় বিশ্বশ্রষ্টার জাতে ফানা হইয়া তাঁহারই জাতে 'বাকী' ও স্থায়ী হইয়া মিশিয়া থাকিবেন।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি হাসিল করে তিনি যশোহরে কাজীপদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী বছরেই সেই পদ ত্যাগ করে শিক্ষকতায় ও এবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করেন। হজরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর বংশধর ও খেলাফত প্রাপ্ত সুলতানুল হিন্দ গাউছে কাওনাইন শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহোরী এবং তারই বড়ভাই চিরকুমার হাজীউল হারমাইন হজরত শাহ্ সৈয়দ দেলোয়ার আলী পাকবাজ উভয়ের নিকট থেকে বিল বেরাছত গাউছিয়তের ফয়জ ও খেলাফত এবং এওয়েদাদী কুতবিয়তের ফয়জ হাসিল করে কামেলে মোকাম্মেল বা পূর্ণ মানবতা অর্জন এবং অন্যকে মানবতা বা খোদায়ী ফজিলত দানকারী সাব্যস্ত হন। তিনি বিল আছালত বা স্বভাব সিদ্ধ, জন্মগত অলী ছিলেন। বিল মালামাত, তিনি মোখালেফাতে নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে মোজাহেদা ও মোশাহেদার কঠোর সাধনার ফলে সরকারে দো আলম রহমাতুল্লিল আলামীন ও আল্লাহপাকের রেজামন্দী হাসেল পূর্বক বেলায়তের চতুর্বিধ দরজার সর্বোচ্চ মকামের মালামিয়া মসরব, বিশ্বঅলী সাব্যস্ত হন।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) যখন প্রিয়নবীর দরবারে আরজ করিলেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা, ইহকাল এবং পরকালের কাণ্ডারী হয়ে হাশরের দিন আমি যেন সর্বপ্রথম বলতে পারি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করে গাউছিয়তের দ্বিতীয় তাজ হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর শিরোদেশে স্থাপন করে 'গাউছুল আজম' উপাধিতে ভূষিত করলেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের তৎকালীন হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)-এর শানে ফার্সী ভাষায় লেখা 'নজরে আকীদত' ক্বাসিয়ায় বলেন :

"হজরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কাদেরী যিনি পূর্বাঞ্চলে বিকশিত কুতুবুল আক্কাব। তিনি মাইজভাণ্ডার সিংহাসনে



অধিষ্ঠিত গাউছুল আজম নামধারী বাদশাহ। তিনি নবী (সঃ) এর আহমদি মসরব উম্মতগণের চেরাগে হেদায়াত বা আলোকবর্তিকা। হুমা পাখির মত তাঁহার অনুগ্রহের ছায়া দুর্ভাগাকে ভাগ্যবানে পরিণত করে। জগৎবাসীর জন্য তিনি লাল গন্ধক বা স্পর্শমনি সদৃশ। রসুল করিম (সঃ) এর নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মানীয় প্রতীক বা তাজ ছিল। এই সম্মান প্রতীকের মধ্যে একটি জিলান নগরের বাদশাহ হজরত গাউছুল আজম শেখ মহিউদ্দীন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এবং অপরটি গাউছুল আজম মাইজভাগুরী শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর ছের মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণেই তিনি পূর্বাঞ্চলে আভির্ভূত গাউছুল আজম রূপে পরিচিত। ফলে তাঁর রওজা মোবারক মানব দানব ও জীন ইনসান সকলের জন্য খোদায়ী বরকত হাসেলের উৎসে পরিণত হইয়াছে।”

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর সম্মানের বরাবরে নির্ধারিত ছিফতে মোখতাছা গাউছুল আজম মাইজভাগুরী নামের বরাবরেই শুধুমাত্র ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কারণ বিশেষ বরাদ্দ বা নির্ধারিত উপাধি ইচ্ছা এবং আকাংখার অনুকূলে অনির্ধারিত ব্যক্তিত্বের নামে ব্যবহার থেকে সকলের বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর সাজ্জাদানসীন উত্তরাধিকারী পৌত্র ‘অছি-এ গাউছুল আজম’ মাইজভাগুরী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীর নামের পূর্বে যে লকব বা উপাধি বা ছিফতে মোখতাছা ব্যবহৃত তা হলো ‘খাদেমুল ফোকরা’। জীবৎকালে শরীয়তের পাবন্দ এই মনিষি ‘খাদেমুল ফোকরা’ ব্যতীত অন্য কোন পরিচিতি বা উপাধি ব্যবহার করেননি এবং ব্যবহার করতেও দেননি। বস্তুতঃ সাধারণ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এই ‘পরিচয়’ কি বিপুল শক্তি সংরক্ষণ করে আমি সেই প্রসঙ্গেই আমার বিশ্লেষণ সীমিত ক্ষমতায় উপস্থাপন করতে চাই।

‘খাদেমুল ফোকরা’ এই শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘ফকিরগণের খাদেম’। ‘ফকির’ এবং ‘খাদেম’ এই দুইটি শব্দমূলের সমন্বয় বা পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে এই বাক্যের বা শব্দগুচ্ছের সৃষ্টি হয়েছে। কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান যখন বলেন আমি এই প্রতিষ্ঠানের খাদেম। তার অর্থ এই নয় যে ‘খাদেম’ উচ্চারণকারী উক্ত প্রতিষ্ঠানের পিয়ন বা ঝাড়ুদারের পদে চাকুরী রত বরং বিনয়ের মহত্ত্বম শৌর্য্যে এই খাদেম তখন অনন্য গুণে নিজেকে উদ্ভাসিত করেন। কোন সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন কোন রাষ্ট্রপ্রধান সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন ‘আমি জনগণের খাদেম’ বা সেবক। তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে তিনি উপস্থিত সকলের ব্যক্তিগত সেবার কাজে নিয়োজিত কর্মচারী? বস্তুতঃপক্ষে জনসমক্ষে ‘খাদেম’ উচ্চারণকারী এই নেতা বা রাষ্ট্রনায়ক উপস্থিত অনুপস্থিত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা বা প্রধান সর্দার। তেমনিভাবে ‘খাদেমুল ফোকরা’ বাক্যে শব্দটি নেতা বা সর্দার এর অর্থবাচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ দাঁড়ায় ফকিরগণের প্রধান বা সর্দার।

‘ফোকরা’ শব্দটি ফকির শব্দের বহুবচনিক রূপ। ف (ফা), ق (ক্বাফ), ع (ইয়া) ও ر (রা) আরবীর এই চারটি বর্ণের সমন্বয় বা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ‘ফকির’ শব্দটি গঠিত হয়েছে। প্রতিটি বর্ণের বিস্তারের ভিত্তিতেও ফকির শব্দের গঠন তাৎপর্যপূর্ণ। আমি স্বতন্ত্র বর্ণের ভিত্তিতে এই সমন্বয়কে সন্ধানের চেষ্টা করবো।

প্রথম বর্ণ : ফা ( ف ) এই বর্ণ ‘ফানা’ শব্দের ইঙ্গিতবাহী। ফানা শব্দের অর্থ বিলীন করে দেয়া। মনসুর হাল্লাজ যেমন আল্লাহর জাতে পাকে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে ‘আনাল হক আনাল হক’ চিৎকার করেছিলেন, অর্থাৎ গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীও নিজেকে গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর জাতে পাকে গুণ, গরিমা সহ নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করেছিলেন। মুনিবের শানে মুনিবের মানে আপন সত্ত্বার বিনয়ী বিলয়ের শৌর্যের সৌধচূড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন;



‘আমার মাজার করতে হবেনা আমার নামে স্বতন্ত্র্য এনে কোন কিছুই করা যাবেনা, গাউছুল আজম মাইজভাগারীর শানে এবং মানে যাই কিছু করা হবে, আমি সেইখান থেকেই পাব’।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর প্রিয় নাতি ‘দেলাময়না’ তাঁর আমাদের সাথে নানারবাড়ী মীর্জাপুরে বেড়াইতে গেলে গাউছে মাইজভাগারীর বিবি সাহেবানী পরের দিন সকালে লোক পাঠিয়ে তাঁকে মীর্জাপুর থেকে মাইজভাগারে নিয়ে আসেন। কারণ প্রিয় নাতি নানার বাড়ি যাওয়ার পর থেকে গাউছে মাইজভাগারী কোন খাদ্য গ্রহণ করেননি যখনই খাবার দেয়া হয়েছে তখনই তিনি নিত্য সহচর প্রিয় নাতির সন্ধান করেছেন। নানার বাড়ি যাওয়ার সংবাদ শুনে তিনি বলেন, “দাদা ময়না আসিলে এক সাথে খাইব।” হজরত গাউছে মাইজভাগারী জালালী হালতে উপস্থিত ভক্ত নবাব হোচ্ছামুল হায়দর এবং সোলতান আহমদের নাম শুনে বলেছিলেন (১) ‘নবাব হামারী দেলা ময়না হায়, ফের আওর কৌন নবাব হায়’ এবং (২) ‘তোম কৌন সুলতান হায় সুলতান হামারা দেলা ময়না হায়?’

অধ্যাত্ম সম্রাজ্যের নবাব ও সেই সালতানাতের অধিকারী ‘সুলতান’ হয়েও নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে মুনিবের শানে মানে নিজেকে নিছওয়ার করে সদর্পে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন ‘আমি আমার সত্ত্বাকে গাউছিয়তের মহাসমুদ্রে বিলীন করে দিয়েছি।

বস্তুতঃ আত্মবিলয়ের এই অনুভব যদি সবার মধ্যে জাগ্রত থাকতো তাহলে এতদাধ্বলের অধ্যাত্ম প্রান কেন্দ্র “মাইজভাগার শরীফের” ঐশ্বর্য ভিন্নতর ও আরো মহিমাষিত হয়ে উদ্ভাসিত হতে পারতো।

৩ দ্বিতীয় বর্ণ : ক্বাফ এই বর্ণ (কেনায়াত) অর্থাৎ সবার এবং ধৈর্য্যগুণের ইঙ্গিতবাহী। মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগারীকে ব্যক্তিগত ও অধ্যাত্ম উভয় জীবনেই সবার এবং ধৈর্যের চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তাঁরই রচিত গ্রন্থে বিবরণ : “(১৯০৬) সালের ১০ই মাঘ ২৭ শে জিলকদ্ ২৩ শে জানুয়ারী সোমবার দিবাগত রাত্রি ১টার সময় হজরত কেবলা ওফাত প্রাপ্ত হন। ইহার তেতাল্লিশ দিন পর আমার বড় ভ্রাতা সৈয়দ মীর হাসান ছাহেব মারা যান। পরে আমার ছোট ভগ্নি সৈয়দা ছফুরা খাতুনও মারা যান। পরিবারে শাসন সরবরাহযোগ্য কেহ না থাকা অবস্থায় আমার দাদী আম্মা ছাহেবা সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম ছাহেবকে আমমোক্তার নিযুক্ত ক্রমে যাবতীয় কাজের ভার তাহার উপর অর্পণ করেন।” এমনিভাবে সবার ও ধৈর্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে ১৯২৪ সনে তিনি হজরত কেবলার রওজা মোবারক এবং ওরশ শরীফ এন্তেজামের ভার তহবিল শূণ্য অবস্থায় জায় মানিয়া নিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মাইজভাগার শরীফের ঐশ্বর্য সম্বলিত শরাফত সুরক্ষায় এককভাবে সংগ্রামের এক পর্যায়ে অল্প সময়ে ১৩/১৪ (তের, চৌদ্দ) নং মোকদ্দমার মোকাবেলা করিতে হইয়াছিল।

এমনিভাবে জাগতিক প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির বিষয়ে যেমন তিনি চরম ধৈর্য এবং সবার সংবরণ করে নিজের জীবনকে নির্ধারিত লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন তেমনিভাবে অধ্যাত্মক্ষেত্রেও অবিসম্বাদিত একমাত্র উত্তরাধিকার হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের অবস্থানকে গাউছুল আজম মাইজভাগারীর শান মানের অনুকূলে লয় প্রাপ্তি ঘটিয়ে যে সবার এবং ধৈর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তা অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইবে। তাই তিনি বলেছেন

“আমার ডাক আমার ঢোল আমার বোল তুমি  
তুমি আমার আমি তোমার সর্বস্থানে জেনেছি  
তাই বুঝি তুমি ছাড়া অন্য হস্তি বিনাশি  
হোসাইন তোমার পাগলপারা সর্বস্থানে বিরাজমান  
এদিক ওদিক দুদিক ছেড়ে জোর কদমে আগুয়ান।”

ধৈর্য সবার এর অনন্য গুণে তিনি ছিলেন সয়ম্বর। এই মহত্তম নিবেদনের শৌর্য্যেই তিনি এ অধ্যাত্ম জগতে গাইছে পাকের



জাতে 'সর্বস্থানে বিরাজমান' হতে পেরেছেন।

তৃতীয় বর্ণ : ইয়া ৫ এই বর্ণ (ইয়াকীন) অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের ইঙ্গিতবাহী। "যুগ সংস্কারক গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এমন এক খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি জনগণের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিহ তের এভাবে হওয়ার রূপ দিয়েছেন। তাঁহার নিকট বর্ণগত বা ধর্মগত কোন প্রকার ভেদাভেদ নাই। তিনি জাতি ধর্ম নিবিশেষে সকলকে গ্রহণ করিয়া সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাই তিনি শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা মানব বা 'গাউছুল আজম' তিনি জগৎবাসীকে পবিত্র হজরতের মত বিভিন্ন সমাজ, রীতি-নীতি, জাতি-গোষ্ঠির আচার পদ্ধতি শিথিল করিয়া খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে তৌহিদ বা অদ্বৈত খোদার শক্তি বিকাশে বিশ্বাসী ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমবেত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। যাহা অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসী উন্মত্ত হতে নিরিহ অপরাধ বিহীন মানবের রক্তক্ষয় নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি রসুলে করিমের 'খোলকে আজীমের' প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তাঁর রচিত বেলায়তে মোতলাকা' গ্রন্থ থেকে উল্লেখিত উদ্ধৃতি হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর অনুসৃত পথে তাঁর বিশ্বাস বা একিনের কিছু পরিচয় পাঠক অনুমান করতে পারেন (বিস্তারিত জানার জন্য পাঠকদের উল্লেখিত গ্রন্থটি পাঠ ও 'অনুভবের' আমন্ত্রণ জানাই।

মানব এবং মানবতার কল্যাণে মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী নিজের জীবনকে সদাসর্বদা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সামাজিক কল্যাণে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর নামীয় প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল ও বাজার প্রতিষ্ঠা, ভাণ্ডার শরীফ পোষ্ট অফিস, নাজিরহাট মাইজভাণ্ডার সড়ক, এলাকায় বিদ্যুতায়ন ও এলাকার কৃষিকর্মে সেচব্যবস্থায় নবতর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তাঁর কল্যাণধর্মী চিন্তা ও প্রচেষ্টারই ফসল।

অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও তার এই কল্যাণকামী চিন্তার প্রবাহ ছিল একই পথের অনুগামী "হজরত কেবলার বেলায়ত সুধার মঙ্গলদায়ক ঐতিহ্যবলীর পরিচয় ও মানবতার কল্যাণে, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিকে বিশ্ববাসী সামনে তুলিয়া ধরিবার মানসে ১৯৪৯ ইং সনে "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" নামে ছুফী সভ্যতার একটি 'মঙ্গলদায়ক রূপ' সমাজ জীবনে প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ এই সংগঠন এখনো তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

আড়ম্বর কবরের রেওয়াজ, প্রতারণামূলক প্রচারণা, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারের মাধ্যমে গাউছিয়াত নীতির প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম যোদ্ধা 'খালেদ বিন অলীদ'। তিনি পীরি ছায়েরীর উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী পীরদের মত মুরিদের বাড়ি বাড়ি, একগ্রাম থেকে অন্যগ্রামে, একশহর থেকে অন্য শহরে, একদেশ থেকে অন্যদেশে কখনো ভ্রমণ বা 'ছায়ের' করেন নাই। নিজ আস্তানা ছেড়ে কখনোই তিনি মুরিদের আমন্ত্রণে বা দাওয়াতে যান নাই। ছায়ের পীরির মাধ্যমে অর্থবিস্ত, শানশওকত ও মুরিদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলনা। গাউছুল আজমের নির্দেশিত মত ও পথে তাঁর বিশ্বাস কখনোই টলে নাই। কোন কিছুই তাঁকে সেই 'সরল পথ' থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ওজু বা গোছলের মাধ্যমে পবিত্র হতে চাইলে আকাংখীকে পানির কাছে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে। পানি কখনো তার আকাংখিত স্থানে উপস্থিত হবেনা। সেইভাবে মানুষ অন্তরের শুদ্ধির জন্যে তার বাঞ্ছিত মুরাদের স্মরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ ও শেষ বর্ণ : রা ১ এই বর্ণ 'রেয়াজত' বা কঠোর সাধনার প্রতি ইঙ্গিতবাহী। কিশোর বয়সে পর্যায়ক্রমে স্বজন হারানোর বেদনায় 'আমমোজারে'র তত্ত্বাবধানে জীবনের বর্ণনা, "এতদিন যাহাদের প্রযত্নে নিজ সংসার কর্ম চলিতেছিল, ১৯১৬ ইং সনে বিবাহের (স্মরণযোগ্য হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুষ্পুত্র খলিফা কুতুবুল আক্‌তাব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর দ্বিতীয়া কন্যা শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন এর সহিত তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়) পরও অক্ষুন্ন ছিল বিধায়, ক্রমে স্বার্থের সংঘর্ষ মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করিল। বিবাহের সময় হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত অবস্থায় থাকেন।



১৯১৮ সনে কিছু সময় খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকেন।, অতঃপর ১৯২১-২২ সালে বার্মা, কলিকাতা, হুগলী, পন্ডীচেরী, দিল্লী, আগ্রা, আজমীর শরীফে ভ্রমণ করিয়া গণসভ্যতার এবং বিভিন্ন সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রভাব, প্রকৃতির ফলপ্রসু কর্ম সম্মুখে জ্ঞান লাভ করেন। জীবনের সকল পর্যায়ে ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে ক্রমশঃ ভবিষ্যতের জন্য উপেক্ষা করে কঠোর সংযম এবং কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্যদিয়ে তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে বর্তমান এবং নির্মাণ করতে হয়েছে গাউছিয়াতের আদর্শের আলোকে ভবিষ্যত। বিলাস এবং প্রাচুর্য অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি পরিহার করে চলতেন। পোষাক পরিধানে তিনি লুঙ্গি এবং ফতুয়া ব্যবহার করতেন। আজন্ম শরীয়তের পাবন্দ এই 'খাদেম' ইসলামের হুকুম আহকাম, আদেশ নিষেধ মেনে চলেছেন এবং সকলকে তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর একক উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত কবরস্থান 'বাগএ-হোসাইনী' এ নিজের 'বাসর' নির্বাচন করেছিলেন যেখানে থাকবেনা মাজার প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ। আর সেই সমাধির শিরোদেশেই উৎকীর্ণ রয়েছে তারই রচিত এপিট্যাফ :

“মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমার মদিরা পাত্র।  
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।  
কোলাহল পরিহারে, নির্জনতার আসরে,  
তোমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে আজি তোমারই বাসরে।”

‘ফকির শব্দের অন্তর্ভুক্ত চার বর্ণের ভিত্তিতে হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীর পরিচয়ে ফানা বা আত্মনিবেদন, কেনায়াত বা সবর এবং ধৈর্য্য, একিন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং রেওয়াজত বা কঠোর সাধনা সকল ক্ষেত্রেই ফকিরের এই চারটি প্রধান গুণ তাঁর ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তাই গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এবং রহমাতুল্লীল আলামীন সম্বৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ফকিরগণের খাদেম অর্থাৎ সর্দার উপাধি বা ‘খাদেমুল ফোক্রার’ দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আল্লা মাদেরকে খাদেমুল ফোক্রার অনুসৃত নীতি এবং পথে থাকিয়া গাউছে পাকের ও সরকারে দো আলমের ফয়জ - ত নসীব করুন। আমিন।

“এমদাদ মওলাধন তুমি আমার মানিক রতন।  
এই জগতে নাহি দেখি তোমার মত আপনজন।।”

**মেসার্স শাহ্ এমদাদীয়া মাইজভাগুরী ট্রেডার্স**  
যাবতীয় কাঠ ফার্ণিচার পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা  
বনরুপা, জে. বি. স-মিল, রাজ্জামাটি।

**মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দীন চৌধুরী**

প্রোপ্রাইটর  
মোবাইল : ০১৮১১-২৭০১৩২, ০১৯১৭-৮৯০২০৭  
সাধারণ সম্পাদক

রাজ্জামাটি সদর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ  
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া)



# শায়খে আকবর মহিউদ্দীন ইবনে আরবি (রঃ) ও গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)

মওলানা মুহাম্মদ আলী আহগর

প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ

দিলোয়ারা জাহান মেমোরিয়াল কলেজ, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

**ভূমিকা :** মহিউদ্দীন ইবনে আরবি ছিলেন আরবের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ অন্তঃচক্ষুধারী অলি; যিনি গাউছুল আযম হযরত মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) এর অদ্বিতীয় শিষ্য ও তাঁর উপাধি নামে বিভূষিত। তিনিই গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আগমনী বার্তা সর্বপ্রথম প্রদান করেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব “ফুছুল হিকম” নামক কিতাবের “ফছে শীষ” অধ্যায়ে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে। আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সময়কাল ৬৩৬ হিজরী। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি মহিউদ্দীন ইবনে আরবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরবর্তীতে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আগমন সম্পর্কিত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পাঠক সমীপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। (সূত্রঃ “জীবনী ও কারামত”)।

**তাঁর নাম :** তাঁর পূর্ণ নাম-শায়খ মহিউদ্দীন আবু বকর ইবনে আরবি ইবনে আলি আতত্বায়ি আলহাতেমি আল আন্দুলিচি।

**তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত :** শায়খ মহিউদ্দীন আবু বকর ইবনে আরবির সম্মানিত পিতা আলি ইবনে আব্দুল্লাহ (রঃ) এর কোন সন্তান সন্ততি ছিলনা। তিনি সুদূর স্পেন থেকে ইরাকের বাগদাদ গমন পূর্বক গাউছুল আযম হযরত মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) এর কাছে সন্তানের ফরিয়াদ করলেন। তিনি (গাউছুল আযম হযরত মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ)) ইরশাদ করলেন, তোমার ভাগ্যলিপিতে কোন সন্তান নাই। হাঁ, যদি তুমি চাও, আমার পৃষ্ঠদেশে যে সন্তান আছে তা তুমি নিতে পার। অতঃপর হযরত গাউছুল আযম দস্তগীর (কঃ) হযরত ইবনে আরবির পিতার পৃষ্ঠদেশের সাথে স্বীয় পৃষ্ঠ মোবারক লাগিয়ে খোদা প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি বলে স্বীয় পুত্রকে আপন পৃষ্ঠ মোবারক থেকে ইবনে আরবির পিতার পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তর করেন। তিনি (ইবনে আরবির পিতা) বাগদাদ থেকে স্পেনে চলে যান। এক বছর পর স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে মুর্শিয়া নামক স্থানে রোজ সোমবার ১৭ রমজান ৫৬০ হিজরি মোতাবেক ২৮ জুলাই ১১০৫ খঃ হযরত শায়খ আকবর মহিউদ্দীন ইবনে আরবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় মহিউদ্দীন। জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা তাঁকে (ইবনে আরবি) সহ হযরত গাউছুল আযম দস্তগীর (কঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হন। হযরত গাউছুল আযম দস্তগীর (কঃ) আপন কোলে নিয়ে চোখে চোখ রেখে ফয়জ বর্ষণ করেন এবং অনেক দোয়া করেন এবং তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর পিতাকে শুভ সংবাদ প্রদান করেন।

**তাঁর জ্ঞান-গভীরতা :** তিনি ইসলামি বিশ্বে বিখ্যাত আলেম ছিলেন এবং আলেমদের ইমাম ছিলেন। ইলমে ফিকহেও তাঁর অগাধ বুৎপত্তি ছিল। আর হাদিস শাস্ত্রেও তাঁর সনদ ছিল। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করেন। ইসলামি জগতে তাঁকে সুলতানুল আরেফিন, শায়খুল আকবর নামে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু ওলামায়ে কেরামগণ তাঁকে ইবনে আরবি হিসাবে বেশি স্মরণ করেন। কালাম শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন বিষয়ে তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাসাউফ শাস্ত্র উদঘাটন বা বিষদ ব্যাখ্যার কারণে তাঁকে সুলতানুল আরেফিন, মুরুবিবয়ুল আরেফিন, ইমামুল আরেফিন ইত্যাদি নামে ভূষিত করা হয়। অসংখ্য ছুফী-দরবেশ তাঁর এই তাসাউফ বিষয়ক শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা নিজেদের সিদ্ধ করছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন।

**বংশধারা :** শায়খে আকবর মহিউদ্দীন ইবনে আরবির পূর্ব পুরুষ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের



সাহাবী ছিলেন। সে হিসাবে তিনি পবিত্র সাহাবীর আওলাদ।

তঁার কাশফ ও ইলহাম : তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে- তিনি নবীয়ে পাকগণের (আঃ) সাথে সাক্ষাত করেছেন তাঁর কাশফ ও ইলহাম : তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে- তিনি নবীয়ে পাকগণের (আঃ) থেকে কোরআন এবং তাঁদের থেকে উপকারিতাও অর্জন করেছেন। তিনি সৈয়্যাদিনা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) থেকে কোর পড়েছেন। তিনি (ইবনে আরবি) নিজেই লিখেছেন- যে সময় আমি সাইয়্যাদিনা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর নাম মোবারক উল্লেখ আন পড়ছিলাম কোরআনুল করীমের যে সকল স্থানে সাইয়্যাদিনা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর অনুনয় বিনয় প্রকাশ পেত। যার কারণে আমারও হয়েছে তা পাঠ পূর্বক সাইয়্যাদিনা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর অনুনয় বিনয় প্রকাশ পেত। যার কারণে আমারও অনুনয় বিনয় ভাব অনুভব হত। এইভাবে হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরবি অসংখ্য নবী-রাসুলদের সাথে সাক্ষাত করেন। সে সম্পর্কের সুবাদে তাঁর বিখ্যাত “ফুছুছুল হিকম” গ্রন্থ; যেটি তিনি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও ইংগিতে লিখেছেন, তাতে এতদ বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে।

কারামত : আল্লাহ তা'আলা কারামত দ্বারা তার প্রিয় বান্দাদের শক্তিশালী ও সম্মানিত করেন। তাঁর থেকে অনেক কারামত সংগঠিত হয়। একদা তৎকালীন সে দেশের বাদশাহ লোক সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হয়ে হযরত ইবনে কারামতের ডাকলেন এবং বললেন আমি আপনাকে শূলিতে ছড়াব, আপনাকে হত্যা করব। ইহা শুনে ইবনে আরবি বললেন- এই মস্তক শূলিতে ছড়ানো যাবে না। আর এই মস্তক কাটাও যাবে না। এই মস্তক মনসুর (রঃ) এর নয়। তিনি বাদশাহকে বললেন- তুমি যদি আমার মস্তক কর্তন কর। তাহলে সারা শহরের সমস্ত লোকদের মস্তকও কর্তিত হবে। পরীক্ষামূলকভাবে তুমি আমার আংগুলের একটি নখ কর্তন করে দেখ। যখন ইবনে আরবির আংগুলের একটি নখ কর্তন করা হল। দেখা গেল সারা শহরের অন্যান্য লোকদের আংগুলের নখ কর্তিত অবস্থায় পাওয়া গেল। ইহা দেখে বাদশাহ ঘাবড়িয়ে গেল। তার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসল।

তঁার গ্রন্থাবলি : তিনি ৪০০ এর অধিক কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘ফুতুহাতে মক্কীয়া’ ও ‘ফুছুছুল হিকম’ ইত্যাদি।

তঁার ওফাত : তিনি ২৮ রবিউচ্ছানি ৬৩৮ হিজরি মোতাবেক ১৬ নভেম্বর ১২৪৫ খৃঃ রোজ শুক্রবার ইশ্তিকাল করেন। তাঁর মাযার সিরিয়ার দামেশকে সালেহিয়া নামক স্থানে একটি পাহাড়ে অবস্থিত। (সূত্রঃ “তাজকেরারে শায়খে আকবর ইবনে আরবি”)

শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবির (রঃ) রচিত “ফুছুছুল হিকম” কিতাব অবলম্বনে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী :

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ইবনে আরবি (রঃ) রচিত “ফুছুছুল হিকম” কিতাবখানি তিনি নিজ আবেগ ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লিখেননি। বরং মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও ইংগিতে লিখেন। তাই উক্ত কিতাবখানি সন্দেহাতিত। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম ও ইলক্বার মাধ্যমে রচিত। তিনি তাঁর রচিত “ফুছুছুল হিকম” কিতাবের ফচ্ছে শীষ অধ্যায়ে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যার বংগানুবাদ সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) রচিত “বেলায়তে মোত্লাকা” অবলম্বনে আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি- “মানব জাতির মধ্যে হজরত শীষ (আঃ) এর অনুসারী ও তাঁহার ভেদাভেদের ধারক ও বাহক এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবেন। ইহার পরে এইরূপ মর্যাদা সম্পন্ন কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেননা। তিনিই খাতেমুল অলদ হইবেন” (উক্ত রূপ মর্যাদা সম্পন্ন সর্বশেষ সন্তান) ফচ্ছে শীচী ৯৭ পৃঃ। “এই ছেলের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার একবোন জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার জন্ম চীন প্রান্তে হইবে। তাঁহার ভাষা সেই নগরের ভাষা হইবে। অতঃপর নর-নারীর মধ্যে বক্ষ্যারোগ সংক্রামিত হইবে। জন্ম প্রজনন ব্যতীতই বিবাহের আধিক্য হইবে। মানব



জাতিকে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাইবেন কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাইবে না। তাঁহার ও সেই যুগের মোমেনদের তিরোধানের পর মানব স্বভাব চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাবে পরিণত হইবে। হালাল, হারাম পরিচয় করিবেনা। ধর্ম ও বিবেচনা হইতে দূরে সরিয়া প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নির্দেশে কাম স্পৃহা চরিতার্থ করিতে মশগুল থাকিবে”। (সূত্র : “ফুছুল হিকম, অধ্যায় : ফছে শীচ”)।

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) উপরোক্ত উদ্ধৃতিটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হজরত আকদাছ (কঃ) এর প্রতিই প্রযোজ্য। কারণ :

- (১) হজরত ইবনে আরবির বর্ণনা মতে হজরত শীচ (আঃ) আহমদীযুল মশরব নবী, হজরত আকদাছও আহমদীযুল মশরব অলী ছিলেন যাহা নবীয়ে ছালাছা নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।
  - (২) তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক বোনের জন্ম হয়।
  - (৩) তাঁহার ভাষা স্থানীয় ভাষা ছিল।
  - (৪) তাঁহার যুগে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়।
  - (৫) তিনি মানবজাতিকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহ পাকের সুষ্ঠু, সরল, সহজ তরীকত ও রুহানিয়তের দিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।
  - (৬) জগদ্বাসী হজরত আকদাছের আহ্বানে ব্যাপক ও সন্তোষজনকভাবে হৃদয়ংগম করিতে ও সাড়া দিতে সক্ষম হয় নাই।
  - (৭) তাঁহার পর জগদ্বাসী ব্যাপকভাবে ধর্ম ও বিবেক রহিত হইয়া প্রাণী জগতের অনুরূপ জীবন-যাপন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন। বরং ধর্ম বিবর্জিত জীবনধারা নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতেছে; যাহা ন্যায়নীতি, সাম্য ও দয়া বহির্ভূত।
  - (৮) চটগ্রামকে চীন প্রান্ত বলা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে হযরত ইবনে আরবীর (রঃ) যুগে এই অঞ্চল চীন বংশধরদের শাসনাধীন ছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জন্মভূমির পরিচয়ে পাওয়া যাইবে।
  - (৯) হজরত আকদাছ, বিভিন্ন ধর্মের নৈতিক ক্ষেত্রে বা নৈতিকতায় যে কোন পার্থক্য নাই তাহা সম্যক অবগত ছিলেন বিধায়, কোন ধর্মের আচার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক সকল সম্প্রদায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাঁহার গুণমুগ্ধ এবং শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থক ছিলেন। (জীবনী ও কেরামত দ্রষ্টব্য) ইহা তাঁহার মোজাদ্দিয়ত বা ধর্মক্ষেত্রে নূতনত্ব বুঝায়”।
- সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) কর্তৃক “ফুছুল হিকম” হতে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী যে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এতে সন্দেহের অবকাশ রাখেনা। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।
- প্রথমত : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা প্রতি পাঁচ-ছয়শত বছর পর পর একজন বেলায়তের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটান। সে হিসাবে দেখা যায়- রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পাঁচশত বছর পর গাউছুল আজম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর শুভ আবির্ভাব হয়। তাঁরই পাঁচশত বছর পর গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর শুভ আবির্ভাব ঘটে। উপরোক্ত বিষয়টি ‘বেলায়তে মোতলাকা’ কিতাবে নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করা হয়েছে- “কালের





আবর্তন বিবর্তন জাতির উত্থান, পতন ও ঘূর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্ররাজীর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়ার দরুন সৃষ্টি ভাংগা-গড়ার জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পাঁচ-ছয় শতাব্দীর একটি দায়রা বা বৃত্ত স্বীকার করেন। ইতিহাস বেত্তাদের বাহ্য আখ্যাপ্রাপ্ত ইবনে খলদুন তাঁহার বিখ্যাত 'মোকাদ্দমায়' এবং মহামনিষী হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (কঃ) তাঁহার 'ফছুল হিকম' নামক বিখ্যাত কিতাবে ইহা সপ্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত : গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর নিম্নোক্ত কালামগুলি তাঁর গাউছুল আযমিয়তের স্বীকৃতি হিসাবে প্রতীয়মান হয় :

- (১) আমি হাশরের দিন প্রথম বলিব "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।
- (২) রসুলুল্লাহর (সঃ) দুইটি টুপির মধ্যে একটি টুপি আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই বড় পীর ছাহেবের মাথায় দিগেছেন।
- (৩) আমার নাম পীরানে পীর ছাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লিখা আছে।
- (৪) আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম রসুল করিম (সঃ) এর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি এবং আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম।
- (৫) গাউছুর আজমের ভ্রাতা মওলানা সৈয়দ আব্দুল হামিদ ছাহেব একদা রাত্রিকালে তাঁহাকে কবরস্থানে দেখিতে পাইয়া বাড়িতে চলিয়া আসিতে বলার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন; "মুর্দারা এখানে আত্ননাদ করিতেছে। তাই আমি আসিয়াছি। আপনি চলিয়া যান। জ্বিন, পরী, সর্প, ব্যাঘ্র আমার অনিষ্ট করিবেনা। তাহারা আমার অনুগত"।
- (৬) আমার বারটি সেতারা, বারটি বুরুজ ও বারটি কাছারি আছে।
- (৭) আমার চারিটি কুরছি, চারিটি মাজহাব ও চারিটি ইমাম আছে।
- (৮) আমি মজজুবে মাহজ নহি; মজজুবে হালেক হই, বায়তুল মোকাদ্দছে নামাজ পড়ি।
- (৯) যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাহাকে আমি উনুস্ত সাহায্য করিব। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক্ জারি থাকিবে। (সূত্রঃ বেলায়তে মোত্লাকা। পৃঃ নং-৪৯)

উপরোক্ত কালামগুলো গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) বিশেষ বিশেষ মূহুর্তে করেছিলেন। তিনি (কঃ) উক্ত কালামগুলি ভাব বিভোর, এস্তেগরাক বা তন্মায় অবস্থার পরক্ষণের এবং বিশেষ সময়ে ও অবস্থায় করেছিলেন বলে প্রমাণিত। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে করেছিলেন; যা তাঁর গাউছুল আযমিয়তের স্বীকৃতি হিসাবে প্রামাণ্য। গাউছুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (কঃ) ছাড়া অন্য কোন বুরুজ ব্যক্তি হতে এরূপ কালাম পাওয়া যায়নি। অতএব বুঝা যায়, তাঁরা দু'জনই সমপর্যায়ের ও সর্বোচ্চ বেলায়তী মকামের অধিকারী ছিলেন।

তৃতীয়ত : গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর জীবদ্দশায় ও ওফাত পরবর্তী সময়ে অসংখ্য কারামত প্রকাশ পায়। যা তাঁর গাউছুল আযমিয়তের স্বীকৃতি হিসাবে দালিলিক প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট কয়েকটি কারামতের সংক্ষিপ্ত তালিকা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

- (১) সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব। (উদিত হওয়া সূর্যকে পুনরায় অস্তমিত করা)
- (২) লোটা বা বদনা নিক্ষেপে ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত ভক্তকে ব্যাঘ্রের হাত থেকে রক্ষা।
- (৩) হযরতের আশ্রয় কেরামতে বগলের নীচে কা'বা শরীফে মুছল্লি প্রবেশ করিতে দেখান।



(৪) হযরতের বেলায়তী প্রভাবে মৃত্যুকালে আজরাঈল ফেরত ও ষাট বছর আয়ু বৃদ্ধি।

(৫) হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে এক রাতে মক্কা শরীফ হতে চট্টগ্রাম শহরে হাজীর প্রত্যাগমণ।

(সূত্র : জীবনী ও কারামত)।

চতুর্থত : গাউছুল আযম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা অসংখ্য খলিফা বা অলি সৃষ্টি করেছেন, যা গাউছুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (কঃ) ছাড়া অন্য কোন অলি বা বুজুর্গ এরূপ করেননি।

পঞ্চমত : গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) এর সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ ও ওলামায়ে কেরামগণ তাঁর গাউছুল আজমিয়তের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এখনো দিচ্ছেন, তন্মধ্যে কলিকাতা নিবাসী শামসুল উলামা মওলানা জুলফিকার আলী (রঃ), মোফাচ্ছেরে কোরআন মওলানা আইয়ুব আলী (রঃ), কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মোদাররিস কুতুবে জমান মওলানা শাহ্ ছুফী ছফীউল্লাহ (রঃ), খলিফায়ে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (রঃ), শাহানশাহে সিরিকোট হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ সিরিকোট (রঃ), ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত আজিজুল হক শেরে বাংলা (রঃ) এবং আরো অনেক বুজুর্গানে দীন এর উক্তি সমূহ রয়েছে। যা “বেলায়তে মোত্লাকা” কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠত : গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) তাঁর গাউছিয়ত জারি রাখার জন্য তাঁরই আদরের নাতি (পৌত্র) অছিয়ে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) কে ১৯০৫ সালে খেলাফত প্রদান পূর্বক গদী শরীফ অর্পণ করেন। অছিয়ে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) এর সামগ্রিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি মুক্তিকামী মানবতার-বিপদাপন্ন জনতার আশ্রয়স্থল ছিলেন। তৃষ্ণাতুর- খোদা পিয়ারা ব্যক্তিবর্গ তাঁর পানে ছুটে আসতেন বিভিন্ন ফরিয়াদ নিয়ে। তিনি তাদের ফরিয়াদ কবুল করার সাথে সাথে মানুষের সমস্যা সমাধান হয়ে যেত। তাঁর থেকে অসংখ্য কারামত সংঘটিত হয়। কিন্তু তিনি তা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেননি। তাই তা তেমন প্রচারিত নয়। গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) এর প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম-ভালবাসা তথা তিনি ছিলেন তাঁর অস্তিত্বে বিলীন (ফানা ফি শায়খ), সে কারণে তিনি তাঁর মাযার করতেও নিষেধ করে যান। ত্বরিকতের কার্যক্রমের পাশাপাশি লেখক হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারংগম বা সিদ্ধহস্ত। তিনি দশটি কিতাব লিখে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) এর শাজরা-সিলসিলা ও তাঁর গাউছুল আজমিয়ত এর তাঁর নীতি-আদর্শ জগদ্ধাসীর সামনে উপস্থাপন বা উন্মোচন করেন। অছিয়ে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) এর গাউছিয়তের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল- তিনি তাঁর প্রথম পুত্র হযরত মওলানা শাহ্ সুফি শাহান শাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) কে কুতুবিয়তের মকামের অধিকারী করে খেলাফত দান করেন। হযরত মওলানা শাহ্ সুফি শাহান শাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) তাঁর সময়ে কিংবদন্তি হিসাবে জনসমাজে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর থেকে অসংখ্য কারামত প্রকাশ পায়। এখনো ভক্ত-অনুরক্তগণ তাঁর ফয়েজ মেহেরবানি হাসিল করে ধন্য হচ্ছেন।

অছিয়ে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) এর গাউছিয়তের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল- তিনি তাঁর ৩য় পুত্র সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরিকত হযরত আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) কে গাউছিয়ত ও কুতুবিয়ত দুনো মকামের অধিকারী করে ১৯৭৪ সালে খেলাফত প্রদান পূর্বক গদী শরীফের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি (অছিয়ে গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ))



জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে লিখেন যে, “এতদ সঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হজরতের হজুরা শরীফ আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার ছালাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা দীক্ষা শাজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন এই গাউছিয়ত জারি সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম”। (সূত্র : “মানব সভ্যতা”) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরিকত হযরত আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) বর্তমান সময়ে কিংবদন্তিতুল্য, জনসমাজে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে। তৃষ্ণাতুর-মুক্তিকামী মানবতা তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। প্রতি জুমাবার ও শনিবার মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয় মাইজভাগুর দরবার শরীফ। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরিকত হযরত আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) কে এক নজর দেখা ও বিভিন্ন ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হচ্ছে হাজার হাজার জনতা। জমানার সংস্কারক তথা মুজাদ্দিদ হিসাবে তাঁর বহুমুখি কর্মকান্ত জনসমাজে ব্যাপক প্রশংসিত। বেলায়তি শক্তি বলে তিনি মানুষের যাবতীয় মুশকিলাত আছান করছেন।

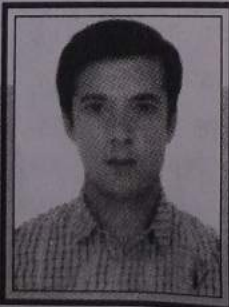
গাউছুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) এর শ্রেষ্ঠ আরেকটি নিদর্শন হল প্রবাহমান ধারাবাহিকতায় তাঁর খলিফা বা সাজ্জাদানশীন রেখে যাওয়া। যা হাশর পর্যন্ত জারি থাকার ঘোষণা তিনি দিয়েছেন। মুক্তিকামী মানবতার জন্য এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে? সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরিকত হযরত আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) একই ধারাবাহিকতায় তাঁর একমাত্র পুত্র শাহজাদা হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) কে ২০১১ সালে খেলাফত প্রদান পূর্বক গাউছিয়ত জারির জিম্মাদারী প্রদান করেন। একই ভাবে গদিশরীফের সম্পৃক্ততায় আওলাদিয়তের আঙ্গিকে গাউছিয়ত সরকারের খলিফা বা প্রতিনিধি তথা রুহি ওয়ারেছের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত এই সিলসিলা জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর মুক্তিকামী মানবতা যুগে পাবে তাঁদের মঞ্জিলে মাকছুদ।

“কামেলের মাজার জান সর্ব দুঃখ হারী।

প্রেমিকের অন্তরে ঢালে শান্তি সুধা বারি।।”

মহান ২৯ আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে  
মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী  
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ)

এঁর মেহেরবানীর প্রত্যাশায়-



মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন  
সভাপতি

পূর্ব চরণদ্বীপ কান্ত পুকুর পাড় খেদমত কমিটি  
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।



## মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর বা ভ্রমণ

হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু মুছা

প্রতিষ্ঠাতা : গাউছিয়া, আমাদিয়া এমদাদিয়া ছুন্নিয়া মাদরাসা

শাহারবিল, চকরিয়া, কক্সবাজার

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
أَهْلِ بَيْتِهِ وَآزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ وَعَلَى مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ

### প্রাক-আলোচনা :

(আমরা যারা নবি প্রেমিক, অলি ভক্ত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারি রয়েছি, সময় সুযোগ হলেই আমরা আল্লাহর কোন মকবুল বান্দার মাজার জেয়ারতে গিয়ে থাকি, পক্ষান্তরে যারা নবির দুশমন অলি বিদ্বৈষী তারা কোন আওলিয়ায়ে কেরামের মাজার শরীফ জেয়ারত করতে তো যাবেই না বরং যারা যায় তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে বা করতেছে। তাই কেউ যদি এসে আমাদেরকে বলে যে, কোন মাজারে জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েজ নেই, তখন যদি আপনি বলেন যে, অমুক ব্যক্তি মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছেন বা অমুক বুজুর্গ ব্যক্তি মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছেন, জায়েজ না থাকলে বুজুর্গ ব্যক্তিগণ ভ্রমণ করেছেন কেন? তখন আপনার প্রতি উত্তরে তারা বলবে, অমুক ব্যক্তি বা অমুক বুজুর্গ কোরআন বা হাদীস নয়, তাই তাদের কথা বা কাজ শরীয়তের দলীল নয়। সুতরাং ও সব বাতিলপন্থীদের প্রশ্নের জবাবে নিজেদের কর্মের স্বপক্ষে দলিল পেশ করার জন্যে অনেকগুলি দলিল থেকে কয়েকটা সহজ দলিল সমন্বয়ে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।)

মানুষ যখন আল্লাহর কোন মকবুল বান্দা তথা অলি আল্লাহর মাজার জেয়ারত করতে যায় তখন তিনি অজু করে দেহ-মন পবিত্র করে একগ্রহ চিত্তে কোরআন মাজিদ তিলাওয়াত ও দরুদ ছালামের মাধ্যমে জেয়ারত করতে থাকে ফলে বেলায়ত প্রাপ্ত ছাহেবে মাজার অলি আল্লাহর তরফ থেকে ফয়েজ আসতে শুরু করে অর্থাৎ আল্লাহর রহমত জেয়ারতকারীর উপর বর্ষিত হতে থাকে, তখন জেয়ারতকারীর মন মোমের মত গলে গিয়ে তার অন্তরে এমন এক পরিবর্তন এসে যায় যে সে তার বিগত জীবনের সকল ভুল ভ্রান্তি পরিহার করে স্থায়ী জীবনকে অলি আল্লাহর রঞ্জে রঙ্গিন করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শে পরিচালনা করার একটা অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়, তখন ইবলিশ শয়তান ভাবে যে, কপালতো খাইছে এভাবে জিয়ারতকারী ব্যক্তি যদি বার বার জেয়ারত করতে আসতে থাকে, তাহলে সেতো একদিন আমার (শয়তানের) পথ ছেড়ে আল্লাহ রাসুলের পথে চলে যাবে, তখন তো আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। একথা ভেবে শয়তান তার অসংখ্য সহযোগী থেকে একাধিক সহযোগী ঐ জেয়ারতকারীর পেছনে লাগিয়ে দেয়। তখন শয়তানের সহযোগীরা ঐ জেয়ারতকারীর কাছে এসে বলে যে, ভাইজান আপনিও মুসলমান, আমিও মুসলমান, আপনি আর আমি ভাই ভাই, আমাদের আল্লাহ এক, রাসুল এক, কোরআন এক, ধর্ম এক, আমাদের হায়াত, মাওত, রিজিক, ধন-দৌলত, বিপদ-আপদ, রোগ-শোক সব কিছুর মালিক আল্লাহ, যা চাইতে হয় আল্লাহর কাছে চাইবো, যা বলতে হয় আল্লাহর কাছে বলবো, ঠিক না? তখন জিয়ারতকারী ব্যক্তিটি বলে ফেলে ঠিক আছে তো। তখন ইবলিশের সহযোগীরা বলে, যদি তাই হয় তাহলে আপনি আপনার মত আরেকজন আল্লাহর বান্দার মাজারে কেন কিছু চাইতে যান, জেয়ারতকারী যদি অনভিজ্ঞ হয় তখন বলে যে, না আমি তো কিছু





চাইতে যাই না আমি তো শুধু জেয়ারত করতে যাই। তখন ঐ সাধু শয়তান বলে, কেন? জেয়ারত কি এখান থেকে করলে হয়না? এখান থেকে ছাওয়াব পৌঁছালে কি তাহার কবরে যাবেনা? তখন লোকটি বলবে যাবে তো। তখন গোমরাহী বলবে, তাহলে আপনি ঐ মাজারে কেন যাবেন? যেখানে না যাওয়ার জন্যে হাদীস শরীফে নিষেধ রয়েছে। জেয়ারতকারী যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে তার মাজার জেয়ারতে যাওয়া এখান থেকেই বন্ধ। আর জেয়ারতকারী যদি পুরাতন হয়ে থাকে তাহলে বলবে কোথায় কোন হাদীস শরীফে আছে বলেন তো। তখন শয়তানের ঐ সহযোগী এই হাদীস শরীফটি বলবে-

قال صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا

قال صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا لثلاثة مواضع المسجد الحرام  
ومسجدي هذا والمسجد الاقصى (رواه البخاري ومسلم)



উচ্চারণ : কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুর, আলা ফাজুরুহা ফাইল্লাহা তুজাক্কিরুল আখিরাতা (রাওয়াহুল বাইহাকী)

অর্থ : “আমি ইসলামের সূচনা লগ্নে তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, শুন এখন থেকে তোমরা কবর জেয়ারত কর, কেননা ইহা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়, (বাইহাকী)। “উল্লেখিত হাদীস শরীফটিতে ২টি অংশ প্রথমাংশ যেখানে জেয়ারতের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হল (১) প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের পৃথক কোন কবরস্থান ছিল না, মুসলমান ও মুশরিকদেরকে একই কবরস্থানে দাফন করা হত (২) মুসলমানদেরকে তখন কবর জেয়ারত করার বিধিবিধান জানানো হয়নি এবং নও মুসলিমগণ সবে মাত্র মুশরিক থেকে মুসলিম হয়েছে তাই কবর জেয়ারত এ মুশরিকদের আচরণের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ হওয়ার আশংকা ছিল। পক্ষান্তরে হিজরতের পরে আব্দুল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদানী জীবনে যখন স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলমানদের পৃথক কবরস্থান প্রতিষ্ঠিত হল ও মুসলমানদেরকে কবর জিয়ারতের নিয়ম কানুন শিখিয়ে দেয়া হল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফের ২য় অংশ ঘোষণা করলেন অর্থাৎ জেয়ারতের উপর অর্পিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়ে অনুমতি প্রদান করলেন। এই হল উক্ত হাদীস শরীফের মর্মার্থ। আপনি বিরুদ্ধবাদীদেরকে উপরোক্ত কথাগুলি যখন বলবেন তখন তারা নিরুপায় হয়ে আপনাকে বলবে, ঠিক আছে এখানে যেহেতু ২টি হাদীস শরীফ রয়েছে, আপনারা একটিতে আমল করে জেয়ারত করেন আর অন্যটিতে আমল করে আমরা জেয়ারত বর্জন করেছি। সুতরাং আমরাও তো একটি হাদীসের উপর আমল করতেছি তাই জেয়ারত না করার কারণে তো আমাদেরকে দোষারোপ করতে পারেনা। তখন তাদেরকে বলতে হবে উসুলের কায়দা বা আরবি ব্যাকরণের ২টি নিয়ম আছে, তন্মধ্যে একটি হল “মনছুখ” বা রহিত কৃত, যার তিলাওয়াত জারি আছে কিন্তু হুকুম বা আদেশ নিষেধ রহিত হয়ে গেছে, অন্যটি হল “নাছেখ” বা রহিতকারী যার তিলাওয়াতও জারি আছে এবং হুকুম বা আদেশ নিষেধও জারি আছে, আমল করতে হবে নাছেখ বা রহিতকারীর উপর। উল্লেখিত হাদীস শরীফের প্রথমাংশ যেখানে জেয়ারতের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেটা হচ্ছে “মনছুখ” বা রহিতকৃত আর দ্বিতীয়াংশ যেখানে কবর জেয়ারতের আদেশ রয়েছে সেটা হচ্ছে “নাছেখ” বা রহিতকারী সুতরাং আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী রহিতকারী বা হাদীসের দ্বিতীয়াংশের উপর আমল করতে হবে, প্রথমাংশের উপর আমল করা যাবে না। এতক্ষণ পর্যন্ত বিরুদ্ধ বাদীদের আপত্তির জবাব দেয়া হল, এখন দেখা যাক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কবর জেয়ারতের যে আদেশ রয়েছে তাঁর উপর কোন সাহাবায়ে কেলাম (রঃ) আমল করেছেন কিনা- প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থ “সিরাজুল ওহহাজ” নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

وَالْأَصَحُّ أَنَّ رَخْصَةَ ثَابِتَةَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَبْرُ قَبْرِ حَمْزَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلِّ جُمُعَةٍ وَكَانَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَزُورُ تَبَرَّ

أَخِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَكَّةَ ذَكَرَهُ بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُّ فِي

شرح البخارى

অর্থ : অধিক সহীহ রাওয়ায়েত মোতাবেক নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই কবর জিয়ারতে গমন করা সাধারণ ভাবে বৈধ। কেননা মহিলা কুল শিরমণি ফাতিমা (রঃ) প্রতি জুমার দিন মদিনা শরীফ হতে (তিন মাইল দূরে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে) হযরত হামজা (রঃ)র মাজার জিয়ারত করতে যেতেন এবং হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রঃ) তাঁর





ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রঃ) ঐর মাজার জেয়ারত করার জন্যে মদীনা শরীফ হতে (৫০০ কিঃমিঃ দূরে) মক্কা শরীফে চলে যেতেন, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) শরহে বোখারীতে এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন (সিরাজুল ওহাজ)। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা মহিলাদের জেয়ারতের বৈধতাও প্রমাণিত হয়ে গেল।

বাতিল ফিরকার মুনাফিকেরা আরো একটা কথা বলে থাকে- সেটা হল কবর বা মাজার এর পাশে যদি আপনার কোন প্রয়োজনীয় কাজ থেকে থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আসার সময় চাইলে আপনি মাজার জেয়ারত করে আসতে পারেন। নচেৎ শুধু মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নেই। তার উত্তরে বলতে হয়, উপরে উল্লেখিত হযরত মা ফাতিমা (রঃ) ও উম্মাহাতুল মোমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রঃ) শুধুমাত্র মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যেই ৩০০ ও ৫০০ মাইল দূরে সফর করতেন। এছাড়া এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐর নুরানী হাদীস শরীফটি মেশকাত শরীফে একবার পড়ে দেখুন। আমার রাসুল বলেন :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاني رائزالا تحمله حاجة الازيارتي  
كان حقا على ان اكون له شفيعا يوم القيمة (راه الطبراني ودار قطنی)

বাংলা উচ্চারণ : ক্বালা রাসুলুল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান যায়ানী জায়িরান লা তাহমিলুহু হাজাতুন ইল্লা জিয়ারাতি কানা হাক্কুন আলায়্যা আন আকুনা লাহু শাফিয়ান ইয়াউমাল কিয়ামাতি (রাওয়াহুত তিবরানী ওয়াদারু কুতুনী)

অর্থ : “যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া শুধুমাত্র আমার জেয়ারতের উদ্দেশ্যেই সরাসরি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তার জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে (হাদীস শরীফটি তিবরানী ও দারু কুতুনীতে আছে)

সফরের নীতিমালা হচ্ছে (১) যেই কাজ ফরজ সেই কাজের জন্যে সফর করাও ফরজ। যেমন- হজ্ব, মক্কা শরীফ সফর না করলে তো আপনি ফরজ আদায় করতে পারবেন না। (২) ওয়াজিব কাজের জন্যে সফর করাও ওয়াজিব, যেমন- মন্বাতের হজ্ব (৩) সুন্নাত কাজের জন্যে সফর করাও ছুন্নাত, যেমন- কবর বা মাজার জিয়ারত (যা এতক্ষণ হাদীস শরীফ ও ছাহাবাগণ (রঃ) ঐর কৃত কর্ম দ্বারা সুন্নাত প্রমাণিত হয়েছে) (৪) মোবাহ বৈধ কাজের জন্যে সফর ও মোবাহ, যেমন- ব্যবসা (৬) হারাম কাজের জন্যে সফর করাও হারাম, যেমন- চুরি, জেনা ইত্যাদি।

মাজার শরীফ জেয়ারতের বৈধতার উপর আরো অনেক- দলিল থাকা সত্ত্বেও লেখার কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশংকায় আর না বাড়িয়ে এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি। শেষ করার পূর্বে শরীয়তের একটি মূলনীতি বলে দিচ্ছি, তাহলে কোন কাজ জায়েজ বলার জন্যে কোন দলিল লাগে না কারণ প্রত্যেক জিনিস মূলত বৈধ, কিন্তু না জায়েজ বলতে গেলে আপনাকে অবশ্যই কোরান, হাদীস বা এজমা, কিয়াসের দলীল পেশ করতে হবে।

অতএব উপরোক্ত দলিল ভিত্তিক আলোচনা ভিত্তিতে আমরা যেন হক্কানী পীর মশায়েখ ও আউলিয়ায়ে কেরামের জেয়ারতের ছিলছিল। অব্যাহত রাখি, বিশেষ করে বিশ্বজ্ঞান কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছুল আজম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানী হাতে প্রদত্ত বেলায়তের তাজ যার পবিত্র মস্তক মোবারকে সুশোভিত সেই মহান গাউছুল আজম মাইজভাগুরী আওলাদে রাসুল (সঃ) গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর জেয়ারতের মাধ্যমে তাঁর গদীর স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মাঃজিঃআঃ) ঐর ফয়েজ ও বরকত হাছিল করি, আমিন।

মুনিবের মেহেরবাণী আমাদের প্রত্যেকের নছীব হোক- আমীন।





## “গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মেধা বৃত্তি” দীপ্তিমান আলোর দিশা

আলহাজ্ব এ, টি, এম মুছা

সভাপতি : আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছুে মাইজভাগুরী  
(শাহ্ এমদাদীয়া) ফটিকছড়ি উপজেলা কার্যকরী সংসদ।

আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাত। তবে অবলোকন করলে দেখা যায় জন্মলগ্ন থেকে মানব শিশু অন্যান্য সৃষ্ট জীবের থেকে দুর্বল এবং অক্ষম হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে একটি পশু শাবক জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাঁটতে শিখে। দৌড়তে শিখে, আহাৰ করতে শিখে। অথচ একটি মানব শিশু নয় মাস হতে এক বৎসরের মধ্যে বসতে শিখে। ১ থেকে ১.৫ বৎসরে হাঁটতে শিখে এ প্রসঙ্গে কথায় বলে-

তরলতা সহজেই তরলতা  
পশু পাখি সহজেই পশু পাখি  
কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় মানুষ।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) বলেন, “প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরয”।

মানব সন্তানের প্রকৃত আনুষ্ঠানিক জ্ঞানার্জন শুরু হয় ৪ বৎসর বয়সে। এ আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মধ্যে থাকবে সৃষ্টি, স্রষ্টা, ধর্মীয় জীবন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় নীতি, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক বন্ধন, ধর্মের হালাল-হারাম, ইহকাল-পরকাল, নির্ভুল হিসাব-নিকাশ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি। এইরূপ অসংখ্য বিষয়ে বিদ্যা লাভের পর মানব সন্তান যথার্থ গুণাবলী অর্জনে সামর্থ্য হবে। আর তখন মানব সন্তান আল্লাহর খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ আহমদিয়া কাদেরীয়া গাউছিয়া (মাইজভাগুরী সিলসিলা) মাইজভাগুরী তারিকার সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক (মঃ জিঃ আঃ)’র অনুমোদনে এবং নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক (মঃ জিঃ আঃ)’র আনুকূল্যে মাইজভাগুরী ফাউন্ডেশন আয়োজন করেছে “মেধা বৃত্তি” পরীক্ষা। এ মেধা বিকাশ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে বাছাই করা বিদ্যালয়ের তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম ও মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

শিশু জন্মাতে ফুল। ফুল ও ফুলের সুবাস সবাই ভালবাসে। সবাই গ্রহণ করে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) শিশুদের খুব ভালবাসতেন, তাদের আদর করতেন সোহাগ করতেন এবং সোহাগ করে চুমু দিতেন।

শিশুদের যেমন আদব শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য তেমনি আদর সোহাগ করাও কর্তব্য। আদর স্নেহ করলে শিশুরা আনন্দ মনে আগ্রহের সাথে উপদেশ গ্রহণ করে। এতে তাদের মনের প্রসারতা বাড়ে, স্নেহ-মমতা ছাড়া শিশুর শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। শিশুদের বিকাশ হয় না।

শিশু সন্তানদের কল্যাণের জন্য মহানবি (সঃ) বলেন, “তোমরা তোমাদের সন্তানদের স্নেহ করো এবং তাদের ভালো ব্যবহার শেখাও” (মুসলিম শরীফ)। শিশুরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। একটি নবজাতক শিশুর মধ্যে যে প্রাণের সঞ্চার হয় তা একদিন ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত ও সুশোভিত হবে। বড় হয়ে সে একদিন জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা



পুরণ করবে। বিশ্বের কল্যাণে অনেক মূল্যবান অবদান রাখবে। অনুকূল পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষা এবং শিশুদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে বিশ্বব্যাপী অনেক কর্মসূচি রয়েছে মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত “গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি” পরীক্ষা এরূপ একটি কর্মসূচী। এ মেধা বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে থাকবে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ইতিবৃত্তের সঠিক শজরা শরীফের ধারাবাহিকতা। স্ব-স্ব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্য সূচির প্রস্তুতি, বিশ্বের সম্প্রতি সংঘটিত স্মরণীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

মেধা বৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি যেন এক ঈদ উৎসব। বিদ্যালয়ে পাবে নিজ নিজ ছবি খচিত প্রবেশ পত্র। হয়তো অনেকে জীবনে প্রথমবার পবিত্র গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)’র দরবার শরীফ দেখার আনন্দে আনন্দিত। কেহ বা পরীক্ষার ভয়ে ভীত। সাথে যাবে আদরের সন্তানের বিশ্বস্ত গৃহশিক্ষক, বড় ভাই, অথবা মা-বাবা। এমনি এক পরিবেশে ভয় আর ভরসা নিয়ে আগমন হবে শিক্ষার্থীদের। পবিত্র দরবারে পাকে প্রবেশ পথে দেখা যাবে পথ নির্দেশক চিহ্ন আর (এমএসএফ) পোষাক পরিহিত একঝাঁক মাইজভাণ্ডারী প্রশিক্ষিত সেবক। যারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় আন্তরিক সহযোগিতার দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত। পরীক্ষার কক্ষে যারা দায়িত্ব পালন করেন, তারা হচ্ছেন সাজ্জাদানশীনে দরবারের অনুগত প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়গণ। তাঁদের আচরিত ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা পাবে ভবিষ্যৎ বিশ্বজোড়া পাঠশালায় ব্যবহারিক অনুকরণীয় শিক্ষা। একশত মিনিট পরীক্ষায় একশত নাম্বারের উত্তরদানে শিক্ষার্থীরা পাবে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার আজীবন অনুকরণীয় দীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পূর্ব মূহূর্তে তাদের লিখার টেবিলে পৌঁছে থাকে পবিত্র দরবার শরীফের পরম আশ্রয়ের খবার পরিপূর্ণ একবাক্য তবারুক। যাহা বিশ্বাস করে আহারে মুক্তি পায় শারীরিক রোগ আর মানসিক অশান্তি। আলোকিত হয় আত্মা, দেখতে পায় শান্তির পথ মুক্তির দিশারী জ্ঞানের আলো, যে আলোতে উদ্ভাসিত হবে ইহকালীন মুক্তির পথ আর পরকালীন শান্তির পথ। পরীক্ষা শেষে ভক্ত অনুরক্তদের জন্য রয়েছে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)’র পবিত্র মাজার শরীফ জেয়ারতের অপূর্ব সুযোগ। আর সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ও নায়েব সাজ্জাদানশীনে আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ লাভের অপূর্ব সুবর্ণ সুযোগ। ঐদিন দরবারে মাইজভাণ্ডার থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বে দেখতে পাবে সেখানে আগত ভক্ত, অনুগত অতিথিদের আদব, শৃঙ্খলা। ভক্তির আরশিতে দেখা যায় যেন-

কামেলের মাজার জান সর্ব দুঃখ হারী  
প্রেমিকের অন্তরে ঢালে শান্তি সুধা বারি। (মসনবী শরীফ)

একদিনের এই পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় স্থান লাভে কৃতকার্য হবে তারা পাবে দরবারে গাউছুল আজম থেকে উপটোকন নগদ অর্থ, হযরত কেবলা কাবার মাজার খচিত স্মৃতি স্মারক ও দূর্লভ সনদ যা আজীবন মেধাবী শিক্ষার্থীদের চলার পথে অনুপ্রেরণা যোগাবে। কথায় বলে-

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা  
সব শিশুদের অন্তরে।

আজকের বয়ো : কনিষ্ঠগণ আগামী দিনের আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক হয়তো বা শান্তির দিশারী। তাইতো পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- “শৈশবের শিক্ষা পাথরের খোদাই করা চিত্রাঙ্কনের মতো স্থায়ী হয়ে থাকে। আর বার্ধক্যের শিক্ষা পানির ওপর অঙ্কনের মতো অস্থায়ী।” শিশুর শিক্ষা ও মেধা বিকাশের ওপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। একটি নবজাতকের মধ্যে যে প্রাণের সঞ্চার হয় তা একদিন ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত ও সুশোভিত



হবে। জ্ঞান অর্জন করে সে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। বিশ্বের কল্যাণে মূল্যবান অবদান রাখবে। অনুকূল পরিবেশ এবং উপযুক্ত শিক্ষা, শিশুদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য বিশ্বব্যাপী অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতি সংঘ ১৯৫৪ইং সন থেকে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে আসছে। অসহায় শিশুদের কল্যাণে জাতি সংঘের শিশু কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতি সংঘে ১৯৫৯ সালে “শিশু অধিকার সনদ” ঘোষণা করা হয়। এ সনদ শিশু অধিকার সনদ ৯০ নামে পরিচিত। জাতি সংঘের গৃহীত শিশু অধিকারগুলো বিশ্বের সবদেশই স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু অনেক দেশেই এ অধিকারগুলো নানা কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। আশার কথা, আমাদের বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে ইদানিং অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে দেশ ভ্রমণ করতে হবে। শুধু বই কিতাব পড়ে জ্ঞানের পূর্ণতা আসেনা। যে কারণে অলীকুল শীরমনি হযরত বড়পীর (রঃ), গরীব নেওয়াজ হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রঃ) হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এঁর জীবনী অধ্যয়ন করলে অবলোকন করা যায়, তাঁরা জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের নিমিত্তে দেশ ভ্রমণ করেছেন। তাইতো আমরা যারা শিশুর মাতা-পিতা, ভাই-বোন, অভিভাবক জীমাদার- শিশুর জ্ঞানার্জনের সদব্যবহার করতে হবে। এই মর্মে কবি বলেছেন-

“বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র  
নুতন নুতন হরের জিনিষ শিখছি দিবারাত্র।”

আমরা সুশিক্ষিত যোগ্যতম ওয়ারিশ আলোকিত মানব সন্তান রেখে যাওয়ার মানসে নিজ সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করব। পৃথিবীর যত বিনিয়োগ আছে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ ক্ষেত্র হল সুশিক্ষার জন্য বিনিয়োগ।

মানব সন্তান সুশিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে নিজকে চিনবে। আর নিজকে যে চিনবে সে স্রষ্টাকে চিনবে। পবিত্র কোরানের বাণী “হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় কর এবং পুরোপুরি মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।” (সুরা ইমরান)

মহানবী (সঃ) এঁর পবিত্র বাণী, “জ্ঞানীরাই হচ্ছেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। তবে নবীগণ তো ধনদৌলতের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাননি বরং উত্তরাধিকারী বাণিয়েছেন ইলম বা ইসলাম শিক্ষা। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পদপ্রাপ্ত হলো” (তিরমিযী)

উপসংহারে আমাদের আরজ, দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাগুরী’র সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ জিঃ আঃ) উছিলায়, পবিত্র কোরাণের বাণী মতে পুরোপুরি মুসলিম হওয়ার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর প্রকৃত অনুসারী হওয়ার জন্য ইলম বা ইসলাম শিক্ষা গ্রহণে বিশ্বের সকল শিশু সামর্থ্য হলেই মানবিকতার দীপ্তিমান আলোর দিশায় উদ্ভাসিত হবে। আর অস্থির ধরনী পাবে ধীরস্থির আলোকিত মানুষ। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমিন।



# গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি

এম.এম. আবু সাঈদ

[বি.এ. অনার্স]; এম.এ. রাষ্ট্র বিজ্ঞান, চ.বি.]

সভাপতি : আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)  
পূর্ব রাউজান-নাতোয়ান বাগিচা শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ ।

নবীর শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহতায়ালার একমাত্র বাঞ্ছিত সর্বোত্তম প্রিয় বন্ধু । তিনিই সৃষ্টির আদি এবং তিনিই সৃষ্টির অন্ত । তিনি সর্ব সৃষ্টির একমাত্র বাঞ্ছিত যোগ্যতম প্রতিনিধি । তিনি পরম করুণাময় কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ নবুয়ত ও বেলায়ত প্রাপ্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বযুগ উপযোগি ইসলামী নীতি মহাশাস্ত্র “কোরআন মজিদ” প্রাপ্ত হন । তিনি আল্লাহতায়ালার নিকটতম রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক বেলায়তে এহছানের সর্বোচ্চ পদবী অর্জন করেন । এতে তিনি বেপরোয়া মুক্ত খোদা দিদার মেরাজ প্রাপ্ত হন । এটি হলো আদম জাতির নাছুত জগতে অবতরনের পর বাধাহীন প্রথম দিদার ও প্রভু মিলন । এতেই হলো মিলনের পথ উদ্ঘাটন । তিনি হলেন মোহাম্মদীয় নবুয়ত নীতিধারী ও আহমদীয় বেলায়ত শক্তিবাহী বিজয়ী প্রথম মাহবুব । তিনি সকল জাতির মুক্তি পথের একমাত্র পাথের । তাঁরই বংশধারায় রুহানী উত্তরাধিকারী আহমদী শক্তিবাহী স্বাধীন বাধাহীন বেলায়তে মোতলাকার অধিকারী নবীপাক (সঃ) ঐর সমস্ত গুণাবলীতে ঐর বেলায়তী সত্ত্বার সারবস্ত্র হযরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) নবী করিম (সঃ) ঐর সমস্ত গুণাবলীতে ঐর স্বভাবতঃ জন্মগত ভাবে পূর্ণ অধিকারী ছিলেন । হযরত কেবলা সর্বাঙ্গিন আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে নবী করিম (সঃ) ঐর অবয়ব ছিলেন । তাঁর শারীরিক গঠন ও নবী মোস্তফা (সঃ) ঐর শারীরিক গঠনের মধ্যে কেবল মাত্র মোহরে নবুয়তের পার্থক্য ছিল । তাঁর পীঠ মোবারকে মোহরে বেলায়ত ছিল । হযরত কেবলা (মোহাম্মদ ও আহমদ) নামের সমস্ত প্রকৃতি ও গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন । কাওলী অর্থাৎ আলাপ আলাপনে তিনি নবী করিম (সঃ) এর মত মিষ্ট ভাষী ছিলেন । “ফেয়ল ও আমলী” অর্থাৎ কার্যতঃ খোদায়ী প্রেম প্রেরণায় ও ধ্যান ধারণায়, গুরুভক্তি ও পরোপকারিতায় এবং রেয়াজত সাধনায় বাহ্যিক প্রচার কার্য ছাড়া আছরারী রহস্যময় দিক্ দিয়া নবী করিম (সঃ) ঐর পূর্ণ সদৃশ্য বিজড়িত ছিলেন ।

ছিফতি বা গুণাবলীর দিক দিয়া তিনি জাহেরী নিরক্ষর (উম্মি) না হলেও পরম আল্লাহ তায়ালার প্রেম-প্রেরণায় ও তাঁর তৌহিদ তত্ত্বে এমন বিভোর ছিলেন যাতে পার্থিব জগতের প্রকাশ্য অক্ষর শিক্ষা পার্থিব কৌশল ও জীবিকা নির্বাহ বুদ্ধি, তাঁকে কোনো প্রকার সহায়তা করতে সফলকাম হয়নি । বরং তাঁর খোদ প্রদত্ত তৌহিদ রহস্যপূর্ণ জ্ঞানের সামনে পরাজিত ও হার মানতে বাধ্য হয়েছিল । প্রকৃত প্রস্তাবে জাহেরী জ্ঞানের স্বভাব হতে তিনি চিরমুক্ত ও পার্থিব ব্যাপারে উম্মি পাক ছিলেন । তিনি বাতেনী জ্ঞানের প্রভাবে ভক্তজনের জাগতিক সমস্যার সমাধান বা সং পরামর্শ প্রদানে পারঙ্গম ছিলেন ।

তাঁর পিতার নাম মতিউল্লাহ, রাসূল করিম (সঃ) ঐর পিতা আব্দুল্লাহর নামের অর্থের সঙ্গতি সম্পন্ন । তাঁর মাতার নাম খায়েরুন্নেছা বিবি । এঁটা হযরত ফাতেমা খায়েরুন্নেছা (রাঃ) নামের উপাধি বিশিষ্ট । তাঁর ওফাতের পূর্বে তাঁর একমাত্র পুত্র মওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেব, মওলানা সৈয়দ মীর হাছান ও শাহ্ সুফী সৈয়দ মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন (কঃ) নামক দুই সন্তান রেখে ধরাধাম ত্যাগ করেন । এটা রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঐর পুত্র সন্তান না রেখে যাওয়ার প্রতীক । হযরতের ওফাতের সময় তাঁর একমাত্র তনয়া সৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা, হযরত ফাতেমা খায়েরুন্নেছা (রাঃ) সদৃশ বিদ্যমান থাকেন । হযরত ইমাম হাছান (রাঃ) ওফাতের তারিখ এবং তাঁর প্রথম পৌত্র (নাতি) মীর হাছানের ওফাতের তারিখ ৯ই মহরমে সংঘটিত হওয়ার ঘটনায় সামঞ্জস্যতা দৃষ্ট হয় । হযরত মওলানা শাহ্ সুফী



সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) সদৃশ বিদ্যমান ছিলেন। হযরত কেবলা কাবার নাতিদ্বয় হযরত ইমাম হাছান ও হোছাইনের সদৃশ বলে তাঁর পবিত্র কালামে (বাণীতে) প্রকাশ পায় এবং কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয়। যাঁদের পরিচয় ও মর্যাদা নির্দেশ করতে গিয়ে হযরতকে নিজের গোপন রহস্যময় পরিচয় প্রকাশ করতে হয়েছিল। তিনি তাঁদেরকে ‘হাছনাইনে নবী’ তুল্য পরিচয় দিতেন। বোরআন পাকে “গারে হেরার” অন্ধকার রাত্রে পবিত্র কোরআন পাক অবতীর্ণের সঙ্গে রুহ বা পবিত্র আত্মার ২৭শে রমজান অবতরণ, ২৭শে রজব রসুলুল্লাহ (সঃ) ঐর মেরাজ শরীফের ঘটনা ও ২৭শে জিলকদ্ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর ওফাত বা দেহ ত্যাগ ঘটনা উক্ত চন্দ্র মাসিক তিথিসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত রসুলে করিম (সঃ) ঐর অজুদে পাকে যে এক রকম সুগন্ধ (খুশবু) বিদ্যমান ছিল তদ্রূপ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারীর পবিত্র দেহেও এক প্রকার খোশবু ছিল। তিনি যে পথে গমন করতেন সেই পথে এর পর পরিচিত অন্য কেউ গমন করলে বুঝতে পারতেন যে একুট আগে হযরত তশরীফ নিয়েছেন। এঁটা রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঐর সাথে দৈহিক প্রকৃতির সাদৃশ্যতার পরিচায়ক। তিনি দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও যাবতীয় স্বাভাবিক অস্বাভাবিক গুণ কার্যাবলীতে নবীর (সঃ) পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ প্রতীক ছিলেন।

হযরত কেবলা কোন সময় বলতেন, “আমার বারটি সেতারা, বারটি বুরুজ ও বারটি কাছারী আছে”। এটা কোরআন পাকের ছুরা “আলম নশরাহ্” এর বার মঞ্জিলের ইঙ্গিতবাহী; রাসুলুল্লাহর (সঃ) বার মঞ্জিলের অনুরূপ। এঁটা জিল্লে মোহাম্মদী বা রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঐর প্রতিচ্ছবির পরিচায়ক। কোনো কোনো সময় বলতেন, “আমার চারিটি কুরচি, চারটি মজহাব ও চারটি ইমাম আছে”। এটা হযরতের বেলায়ত বিল-আছালত, বেলায়ত বিল-বেরাছত, বেলায়ত বিদদারাছাত ও বেলায়ত বিল-মালামাত এ চার প্রকার বেলায়তের অধিপতি ও সর্দার অলিউল্লাহ বলে প্রমান বহন করে। উল্লেখিত অধিকার লাভ করা রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঐর অবয়ব প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারো প্রাপ্য নয়। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন “আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও আছে, যে ব্যক্তি গুন-গরিমায়, হিম্মতে ও আমার সর্বগুণে গুনাশিত” (আল হাদীস)।

মওলানা নূর বক্স সাহেবকে হযরত কেবলা বলেছিলেন, “আমি মজ্জুবে মাহ্জ নই মজ্জুবে ছালেক হই, বায়তুল মোকাদ্দাছে নামাজ পড়ি”। এঁটা গাউছিয়ত ও কুতুবিয়ত উভয় মসরবের পূর্ণ কামালিয়াত ও তছররুফাত এর প্রমান। যা রসুলুল্লাহ (সঃ)’র নবুয়ত ও বেলায়তের পূর্ণরূপ প্রতিনিধিত্ব। মওলানা আবদুল জলীল ছাহেবকে-গায়েব বলা জায়েজ আছে কি? প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ “যখন আল্লাহতায়াল্লা ‘কুন’ বলিয়াছিলেন তখনতো সমস্ত কিছু হইয়া গিয়াছে, আবার গায়েব কোথায়”।

এটা তাঁর এল্‌মে কুল্লি ও কুদ্‌হির প্রমান। যেমন খোদার বাণী : “আদমকে সমস্ত নামাবলী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে”। এটা এই বাণীর অবয়ব স্বরূপ। এটি, তিনি যে বেলায়তে মোতলাকার আদি পুরুষ বা আরম্ভকারী এটারও ইঙ্গিত বহন করে। প্রকৃত পক্ষে ‘কুন’ বলে আল্লাহ পাক নিজ নূর থেকে নূরে মোহাম্মদী (সঃ) ঐর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহর হাবীবের নিকট কিছুই গোপন নেই। নূরে মোহাম্মদীর মূল হাকিকত অর্থাৎ আল্লাহর সাথে নিকটতম সম্পর্কে সম্পর্কিত আদি সৃষ্টি নবুয়তের প্রাণ “বেলায়তের” মূলধারা নায়েবে আখেরী নবী হযরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগারী (কঃ) ঐর নিকট কিছুই গোপন নেই। দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুই তাঁর কাছে সম দৃশ্যমান, এটা তাঁর কালাম ও আচার আচরনে স্পষ্ট প্রতীয়মান। তিনি বলেছিলেন, “আমি হাসরের দিন প্রথম বলিব-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” এটা লেওয়ায়ে আহমদীর স্বাক্ষর। অর্থাৎ লেওয়ায়ে আহমদী বা প্রশংসিত “বেলায়তি বাগ্গা, নবী (সঃ)’র বেলায়তী সত্ত্বা খাতেমুল আউলিয়া উত্তোলন করে হাসরের ময়দানে প্রথম তৌহিদের ঘোষণা দিবেন। ধুরঙ্গ খালের গতি প্রতিবর্তন করে তিনি বলেছিলেন; “রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঐর সাথে বেয়াদবী করায় তাড়াইয়া দিয়াছি” এ বাণী এবং “রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঐর নাতিদ্বয় হাছনাইনের (জিল্লে হাছনাইন হযরত মীর হাছান ও সৈয়দ দেলাওর



হোসাইন কেবলা) সাথে আদব কর" ইত্যাদি বাণীতে তাঁর জিল্লে মোহাম্মদী বা প্রতিচ্ছবি হওয়ার প্রমাণ মিলে। যা রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আহমদ নাম লফজ (শব্দ) আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী শাহ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর জাতে পাকে প্রকাশিত ও গুন গরিমার অধিকারী দেখা যায়। এ নাম পাক ঐশ্বরিক ভাবে আদিষ্ট হয়ে রাখা হয়।

অলী সর্দার গুণ জ্ঞানের অধিকারী মওলানা মহীউদ্দীন ইবনে আরবী (কঃ) জনাব হযরত গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ মাইজভাগারী (কঃ) এর শুভ আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত করে গেছেন-এ নামের অধিকারী ও তাঁর বর্ণিত লক্ষণধারী মহামানব পরম দয়াময় বিশ্বস্রষ্টার জাতে ফানা হয়ে তাঁরই জাতে বাকী ও স্থায়ী হয়ে মিশে থাকবেন।

“আহমদু” এটি একটি আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের রূপ “হামদুন” ধাতু হতেই উৎপন্ন। একবচন উত্তম পুরুষ এবং বর্তমান ভবিষ্যৎ উভয় কাল বুঝায়। এর অর্থ আমি প্রশংসা করছি বা করব। আহমদ উল্লাহ অর্থাৎ : আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি ও করিব এইটি একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ বাক্য। “আহমদ উল্লাহ” ও “আলহামদুলিল্লাহ” উভয় বাক্যের একই অর্থ। এটা আরবী গ্রামার বা ব্যাকরণ মতে ছিপতে মোবালাগাতেও ব্যবহৃত হয়। ছিফতে মোবালাগা, কর্তৃত্ব ও কর্ম বাচক উভয় রূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব “আহমদুল্লাহ” “মোহাম্মদুল্লাহ” অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আহমদ উল্লাহ অর্থ আমি আল্লাহর প্রশংসাকারী এবং আল্লাহর প্রশংসিত বন্ধু উভয়ই হয়। ‘আহমদু’ শব্দটি গায়েরে মনছায়েফ রূপে ব্যবহৃত হয়, স্বভাবতঃ ওটা নিম্নগামী কোনো হরকত দ্বারা রূপান্তরিত হয় না। বরং ওটা স্বাধীন শব্দ। কোনো আমলের প্রভাবে পরিচালিত হয় না। ওটা উর্দে ব্যবহৃত হরকতই শুধু গ্রহণ করে। তাই আহমদ নামীয় ব্যক্তির স্বভাব সর্বদাই উর্দগামী। স্বভাবও সাধারণতঃ উর্দগামী হয় এবং স্মরণকারীকে আল্লাহর প্রতি উর্দগামী করাই এর অন্তর্নিহিত অভ্যাস। আল্লাহর আহাদ নামের সম্পর্কই এতে অত্যধিক। “আল্লাহ” এই নামটি আল্লাহতায়ালার সর্বগুণে সর্ব ছিফাতে বিরাজমান থাকার প্রথম স্থান। এটি হতেই সমস্ত নামাবলীর উৎপত্তি। এ শক্তিতে সমস্ত সৃজন কার্য সম্পাদিত। এতেই সমস্ত নাম, গুন ও সৃষ্টি সমষ্টিবদ্ধ ও সম্মিলিত হবে। এর স্বভাব সমস্ত “মখলুক” কে উর্দে টেনে আনা। “আল্লাহ” এবং “আহমদ” সংযোগে যে আহমদ উল্লাহ শব্দ গঠন হয় ওটা নামাজের অন্তর্গত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া সমূহের নির্দেশ বাহক। যেমন নামাজে দাঁড়ান অবস্থায় “আলেফ” রুকু অবস্থায় “হে” সেজদা অবস্থা “মিম”। বসা অবস্থায় “দাল”। প্রথম রাকাতে “আহমদু” হয়। পূর্ণ দাঁড়ান অবস্থায় “আলেফ” রুকু অবস্থায় “লাম” সেজদা অবস্থায় হয়ে দো-চশমী আকারে “আল্লাহ” গঠিত হয়। বসা অবস্থায় “মোহাম্মদ” পূর্ণ আকার হয়। অতএব আহমদ উল্লাহর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ “মোহাম্মদ” সদৃশ আল্লাহতায়ালার আহকামাবলী ও ওটার কার্যকারী ব্যবস্থার নির্দেশ করে যাচ্ছেন। তাঁর নামের অর্থ যেকোন আমি আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করছি সেরূপ কাজ কর্ম উপাসনা এবং ভাবভঙ্গির ভেতর দিয়েও তিনি ওটা প্রমাণ করে যাচ্ছেন। প্রতি অক্ষরেই তিনি স্বনাম ও গুণে কার্যকরী। তাঁর আকার অনুযায়ী নামাজ গঠিত এবং তিনি নামাজ রূপে গঠিত। সৃষ্টি জগতের রুহের রুহ, কেবলার কেবলা, সৃষ্টি জগতের প্রাণ নূরে মোহাম্মদ (সঃ) বা আহমদ এর সারসত্ত্বাই তিনি। সুতরাং আহমদ উল্লাহ নাম আল্লাহর পাকের জাহের বাতেন (ব্যক্ত গুণ) সমস্ত গুন সমবায়ের বিকাশস্থল। আহমদ উল্লাহ নাম নিতান্তই গৌরবময় ও আল্লাহতায়ালার প্রশংসিত। এ নামের বৈশিষ্ট্য অনেক। স্বাভাবিক ভাবে উক্ত নামের তাহির ও গুন তাঁহার উপর এ নামীয় ব্যক্তিত্বের উপর অর্পিত হয়ে থাকে।

তিনিই কালেমা তৈয়্যাব “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” আল্লাহতায়ালার একত্ববানী সনাতন ইসলামী মূল মন্ত্রের সারবস্তু এবং তিনি মানবজাতিকে এর উচ্চাসনে পৌছাতেও উক্ত মকামে পৌছাবার সঠিক ও সহজাত পথ নির্দেশে বদ্ধপরিকর ও দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। উক্ত মূলমন্ত্রের উদ্দেশ্য স্থানের প্রতি তিনি মানবকে অনুধাবিত করতেন। তিনি কারো আচার ধর্মে আঘাত না দিয়েও নিজ বেলায়তের ফয়জ বর্ষনে সমর্থ ছিলেন। যা বেলায়তে মোত্লাকার খুছুছিয়ত বা বিশেষত্ব।



আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি “নবীর” উপর ঈমান এনে আনুগত্য ও ঐশী নীতি আদর্শের অনুসরণ যেকোনো মানবজাতির জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজ); তদ্রূপ নবীর নবুয়ত পরবর্তী বেলায়তের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থায় খাতেমুল অলি যুগ-সংস্কারক অলীয়ে কামেল সার্বজনীন মুক্ত বেলায়তের প্রবর্তক গাউছুল আযম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আনুগত্য ও তৎনীতি আদর্শ অনুসরণ তথা প্রতিনিধিত্বের ধারায় নূরে মোহাম্মদ (সঃ) এর আনুগত্য ও খোদায়ী নীতি আদর্শ মেনে চলা অপরিহার্য কর্তব্য (ওয়াজিব)। সেই নিমিত্তে গাউছুল আযম হযরত শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) এর মূল ধারার প্রতিনিধিত্বের (সজরা) আঙ্গিকে মাইজভাগুর অধ্যাত্ম শরাফতের মূল মসনদ হযরতের গদির স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) এর পরবর্তী তৎগদীর স্থলাভিষিক্ত শজরার আঙ্গিকে “সাজ্জাদানশীন” হযরত আলহাজ্ব শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) এর বায়াত বা আনুগত্যের মধ্যে জাতি-ধর্ম-পীর, মাশায়েখ-ধর্মগুরু-পুরহিত নির্বিশেষে বেলায়তে মোত্লাকার নিরিখে মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং উক্ত বেলায়তের বা তরীকার নীতি-আদর্শ অনুকরণ অনুসরণ আজ বেলায়তে মোত্লাকা যুগের অপরিহার্য করণীয়।

এ অপরিহার্য করণীয় কর্মযজ্ঞ মানব ও বিশ্বমানবতার কল্যাণে হাসর তক্ জারি থাকার মহিমায় বর্তমান সাজ্জাদানশীন তাঁর একমাত্র শাহজাদা হযরত আলহাজ্ব শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) কে রুহী ওয়ারেছ নায়েব সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে তৎগদীর স্থলাভিষিক্ত ভাবী সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত করে রেখেছেন। অতএব ধর্ম তরীকা নির্বিশেষে শজরার আঙ্গিকে সাজ্জাদানশীনে দরবারে মাইজভাগুরীর আনুগত্যে সম্পৃক্ত হয়ে গাউছুল আজম তথা নূরে মোহাম্মদীর এত্তেবার মাধ্যমে যুগের খোদায়ী নীতি আদর্শ অনুশীলনে সুদৃঢ় একা গড়ে তোলে সিরাতুল মোস্তাকিমে অটল থাকার জন্য সবাইকে খোদা বুঝ-ব্যবস্থা ও শক্তি দান করুন। আমিন। [সূত্র: জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ এবং বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।]

“কলির পাপী উদ্ধারিতে মুহাম্মদ কাগুরীরে।  
তান কাজের মূলাধার গাউছে মাইজভাগুরীরে।।”

**মুহাম্মদ সাখাওয়াৎ হোসেন চৌধুরী**  
**সার্ভেয়ার**

মোবাইল : ০১৮১৯-৬১২১৯২

**মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী**  
**দলিল লেখক**

সরকারী সনদ নং ৬০/২০১০ চট্টগ্রাম।

**মুহাম্মদ জামান চৌধুরী বাড়ী**  
**প্রকাশ মাদ্দারা চৌধুরী বাড়ী**  
**ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।**

“এমদাদ মওলা গাউছিয়ত জারীর মালিকরে।  
আশেকগণে মওলা ডাকে তোমারে।।”

**ঐচ্ছিময় ফ্যাশনে নিষ্ঠা নতুন...**

**আরবী ফ্যাশন**



**প্রোপ্রাইটর**  
**মুহাম্মদ মইন উদ্দীন**  
নতুনহাট, জংশন সড়ক  
মোবাইল : ০১৮৪৪-০৪৩৪৯৬

সৌজন্যে :

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি  
নতুনহাট, ১নং ওয়ার্ড, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।



# দীদারে এলাহী লাভে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী (কঃ) প্রবর্তিত মাইজভাগারী তুরিকায় সাধনা-(৯ম পর্ব)

-আবদুল মতিন

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

২য় লওয়ামা : তজকীয়ায়ে নফস হাসেল তথা মানবীয় সত্ত্বার সজাগ সাধনায় পর্যায়ক্রমে নফসের স্তর সমূহ অতিক্রম করতে হয়। মানবীয় সত্ত্বার সজাগ হওয়া আব্বাহর নৈকট্য প্রাপ্তির সোপান। সোপানে আরোহন এর জন্য সাধনার সঠিক কায়দা কানুন এর জ্ঞান প্রয়োজন। খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাগারী প্রকাশ অছীয়ে গাউছুল আজম (কঃ) কর্তৃক তরীকতের আঙিকে রচিত কিতাব “মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার” (প্রথম খন্ড)-তে তজকীয়ায়ে নফস হাছেলের উত্তম নিয়ম পদ্ধতি বর্ণনা করেন। সে বর্ণনার আলোকে এ অধ্যায় রচিত হল। নফসে আমাদের হতে মুক্ত হয়ে পরবর্তী স্তর সাধনের আমলে সক্রিয় হতে হবে। মূলতঃ নফসে আমরা হচ্ছে পুরাপুরি জাগতিক তথা দৃশ্যমান স্তর আর পরবর্তী স্তর হচ্ছে রুহানী জগতে উন্নীত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়। নফসে আমাদের পরবর্তী স্তর হচ্ছে ‘লওয়ামা’ যাহাকে মালামাত বা অনুতাপকারী স্তর বলা হয়। ইহা মানুষকে অন্যায় কাজে তিরস্কার করে এবং যাবতীয় অন্যায় পাপ কর্ম হতে নিবৃত্ত করে। ইহা কিছুটা বুদ্ধিসম্পন্ন এবং পবিত্র হওয়ার দরুন কোনটা মন্দ, কোনটা ভাল বুঝতে পারে। কোন মন্দ কাজ করলে পরক্ষণেই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। অন্যায় কাজের জন্য অনুতাপ হয় এবং নিজেকে নিজে তিরস্কার করে। পবিত্র কোরআন করীমে এই সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন : “আর ঐ নফসের শপথ যা নিজেকে তিরস্কার করে”। (সুরা-কিয়ামাহ, আয়াত-১৩ ২)। এই স্তর হতে মানুষের নৈতিকতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে। মানুষের মাঝে উজ্জ্বল চরিত্রের বিকাশ লাভ করে। ইহার জন্য খোদা অবতীর্ণ ধর্ম তরিকত। অর্থাৎ নিজ দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার মানসে “তেলাওয়াতে অজুদ বা দেহতত্ত্ব পাঠ”। ইহার অবস্থান ক্ষেত্র কলব বা অন্তঃকরন আলোকে বরজখ বা মধ্যবর্তী স্থান। প্রেরনা : মোহাব্বত বা এশক, প্রেম ও ভালবাসা। এই স্তরে উত্তীর্ণদের অন্তরে খোদার প্রেম ভাবধারা তৈরী হয়। খোদার সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরী করার ইচ্ছা জাগে। স্বভাবঃ দোষের জন্য অনুতাপ করে এবং নির্দোষে জনিত খোদাতায়ালার অনুগ্রহ উন্মুখ বিনয়। বিগত জীবনে কৃত যাবতীয় পাপ কর্মের জন্য অন্তরে অনুশোচনা সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত অন্যায় পাপ কর্ম হতে বিরত থাকার জন্য খোদাতায়ালার অনুগ্রহ লাভের জন্য উন্মুখ থাকে। তরীকত পন্থা শরীয়তের পরবর্তী বিধায়, লওয়ামা বা অনুতাপকারী স্তর হতে আরম্ভ হয়।

এই স্তরে মুক্তির জিকির ‘আল্লাহ্’। পীরের নির্দেশমত আঠাত্তর হাজার বার। জিকির করার সময় নিজ কলবের দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে, নিঃশ্বাস নেয়ার সময় “আল্লাহ্” আর ছাড়ার সময় “হু” জিকির কলব হতে উচ্চারণ হবে। কিনা এবং বুঝতে হবে যে, আমার ভিতরে “আল্লাহ্” বাহিরেও “আল্লাহ্” বিরাজমান এবং ধ্যান করতে হবে। (১) আলিমুনবি- আমার জানাতে জানে (২) বহীরুনবি- আমার দেখাতে দেখে (৩) ছমীউনবি- আমার গুনাতে গুনাতে লতিফাগুলি জিকির রত ও সজাগ আছে কিনা? ধ্যান করতে হবে। যদি ধ্যানে বুঝতে বা গুনতে সক্ষম হয়; তবে মনে মনে বলতে হবে : (১) আমি অন্য কোন বস্তু ছাড়া একমাত্র আল্লাহুতায়ালাকেই ভালবাসি (২) আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন কিছুই আমার কাম্য নয় (৩) একমাত্র আল্লাহুতায়ালাই মওজুদ ও সর্বস্তরে বিরাজমান। নিজ ও পর অস্তিত্বীনে বিলুপ্তি পূর্বক একমাত্র খোদার অস্তিত্বকে বিদ্যমান বোধ জাগ্রত করতঃ দৃশ্যে অদৃশ্যে, গুপ্তে ও ব্যক্তে ভিতরে বাহিরে তিনিই মওজুদ ও বিরাজিত মনে করতে হবে।





“লা এলাহা ইল্লাল্লাহ লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুর হাশ্বি বা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব মিথ্যা। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় হামা উস্ত বলা হয়। অর্থাৎ সবকিছুই তিনি (স্রষ্টা)। (বেলায়তে মোতলাকা)। ফলস্বরূপ তৃতীয় স্তর ‘মোলহেমা’র দিকে উপনীত হওয়া যাবে।

“ছুফীয়ায়ে কেরামগণ আত্মশুদ্ধিকামী দ্বিতীয় স্তরের “লাওয়ামা বা অনুতাপকারী চিন্তাশীল জনগণ হন বিধায়, তাঁহারা তরীকত পছন্দী, তাঁহারা এখতেলাফ পরিহার করেন। অলীয়ে কামেলের জ্ঞানজ্যোতিঃ অনুসরণ করেন। বিধান ধর্মের উপর নৈতিকধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন। এবং এবাদাত বা উপাসনার উপর “এতায়াত” বা আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। যাহা উপাসনার উদ্দেশ্য।” যথা কোরআনের বাণী : “বলুন, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস, আমার অনুগত হও। খোদা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের পাপ বিদূরিত করিবেন। খোদা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” (সূরা আল এমরান আয়াত-৩৫)। (বেলায়তে মোতলাকা হতে উদ্ধৃত)

“আনুগত্যের এই কৌশল বাণীতেই কোরআন ঘোষণা করে যে হাকীকতে মোহাম্মদী বা ইনছানে কামেলের আনুগত্য খোদার আনুগত্য। খোদার অনুগ্রহ লাভের জন্য খোদা অনুরাগীর এই আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন।” (মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার (প্রথম খন্ড)।

খোদা অশেষনকারীদের জন্য ইনছানে কামেলগণ হচ্ছেন প্রকৃত ধর্মগুরু শিক্ষাগুরু অনুপম পথের দিশারী। তাঁদের ফয়জ বরকত তছররোফ এর প্রভাবে মানবের তমঃ চরিত্র গুণ বিলুপ্ত হয়ে খোদায়ী গুণের রূপ প্রকাশিত হয়। তাই ইনছানে কামেল এর নিকট আনুগত্য গ্রহণ করে তাঁর নির্দেশিত পথ ও মতের অনুসরণ অনুকরনই হচ্ছে ‘নফসে লওয়ামা’র স্তর হতে উত্তীর্ণ হওয়ার উত্তম অবলম্বন।

৩য় মোলহেমা : খোদার নৈকট্য হাসেলে সাধনার অগ্রযাত্রায় এটা তৃতীয় ধাপ হিসেবে বিবেচিত যাকে খোদার অনুগ্রহে “এলহাম” খোদার বানী, “এলকা” অন্তর সংকেত বলা হয়। উল্লেখ্য যে, নবী রসুলগণের প্রতি আল্লাহপাক হতে ওহী নাযেল হয়। আর অলী আল্লাহগন ‘এলহাম, ‘এলকা’র মাধ্যমে খোদায়ী আদেশ নিষেধ সমূহ লাভ করেন। এই স্তরের লোকদের সঙ্গে খোদার তাকাররূব বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। ইহার জন্য খোদার অবতীর্ণ ধর্ম “মায়ারেফাত” বা খোদা পরিচিতি। মূলতঃ সাধকেরা এই স্তরে মায়ারেফাত বা খোদা প্রাপ্তির তথা খোদার হাকীকত সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। ইহার অবস্থান ক্ষেত্র “আলমে রুহ” বা আত্মা জগত। প্রেরণা : এই স্তরে সাধকের অন্তরে বাচ্চার দু স্পৃহা সদৃশ খোদার সাথে প্রেম প্রেরণার উৎসাহ জাগে। ইহার স্বভাব : “এশক” বা কামনাসুণ্য প্রেম। তৎপর খোদাতায়ালালর অনুগ্রহে ছালেক বা খোদা পথচারীর জন্য মানব সত্ত্বার চতুর্থ স্তর বা দরজা আরম্ভ হয়। যাকে মোতমাইল্লা বা সন্তোষ বলে।

এই তৃতীয় স্তরের জিকির হচ্ছে, “হু” শব্দ। পীরের নির্দেশ অনুসারে সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার বার। এই স্তরে সাধনায় সফলতা লাভের প্রধান নিয়ামক হলো নিজের “আমিত্ব কে বিনাশ করা। আমি নই, তুমি ছাড়া কিছুই নাই, আমি তোমাতে, তুমি আমাতে। “আমি” শব্দ শুধু আল্লাহর, বান্দার নয়। যদিও আমরা জাগতিকভাবে ‘আমি’ বলে থাকি। ‘আমি’তে অহংকার এর ভাব ফুটে উঠে। অহংকার আল্লাহর অত্যন্ত অপছন্দনীয়। সুতরাং আমিত্বের বর্জনই এই স্তরের সাধনার মূল উপাদান। আমিত্ব বিনাশের উপায় হচ্ছে নিজের মধ্যে নম্রতা, বিনয়ের ভাব সৃষ্টি করা। যত বেশী বিনয় বা নম্রতা প্রকাশ পাবে ততই আমিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। হাদীসে কুদসীতে আছে : “যে লোক আমার অধিকারের বিষয়ে বিনয় প্রকাশ করে বা আমার উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রদর্শন করে এবং আমার সামনে বিনয় প্রকাশ করে, আর আমার দুনিয়ার তাকাব্বুর (অহংকার) করে না, আমি তাকে উন্নত করতে থাকি, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে ঈদুলীনে পৌঁছে দিই।” সুতরাং এই স্তরে উন্নতি লাভ করার জন্য সদা আল্লাহর কাছে আমিত্ব বিনাশের জন্য মেহেরবানী চাইতে হবে এবং বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে তাতে সফলতা আসবে।



৪র্থ নফসে মোতমাইন : 'নফসে মোতমাইন' অর্থাৎ যেই মানব সত্ত্বা বা প্রকৃতি মোতমাইন বা মোরাকাবা অবস্থা আনয়ন করে। মোতমাইন শব্দের অর্থ পরিতুষ্ট অথবা শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত। এই নফস শান্তি প্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। ইহা কখনও অন্যায় ও পাপ কাজ করে না। উহার উপর আল্লাহর জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। ইহা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় সাধক যাবতীয় দুর্বলতা হইতে মুক্ত হয়ে সদা সর্বদা একাগ্রচিত্তে খোদার ঋণের প্রত্যশায় ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। যাকে মোরাকাবা বলে। আল্লাহর প্রেম ও সমৃদ্ধিতে নিজেকে বিকশিত করে দেয়। এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহর নির্দেশের অধীন করে নেয়। এই স্তরের অবতীর্ণ ধর্ম হাকীকত অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয়। যাতে নিজ পরিচয় হাছেল হয়। এই স্তরে হাকীকতে মোহাম্মদীর স্বরূপ বিকাশ পায়। ইহার প্রেরণ বা স্বভাব হচ্ছে 'ওয়াছলতা' বা মিলন। যা পরমাত্মার সাথে মিলন। আর অবস্থান ক্ষেত্র 'ছির' বা রহস্যস্থল। এই স্তরের জিকির হচ্ছে "এয়া হাইয়ো" অর্থাৎ হে চিরজীবী। পীরের নির্দেশমত বিশ হাজার বার। এই স্তরের ধ্যান ধারণা হচ্ছে "ওহে চিরজীবী! আমার জীবন পবিত্র যাপন কর। তোমার ভালবাসা দান কর। 'এয়া হাইয়ো' হে চিরজীবী! আমার রুহ বা আত্মাকে তোমার সঙ্গে জীবিত কর। যাহাই চিরজীবন। আমার রহস্যকে তোমার রহস্যে পরিচয় কর। আমার কলব বা অন্তঃকরণকে তোমার তত্ত্বে পরিচিতি কর। আমার জীবনকে তোমার এলমে লদু দ্বারা বাক্যশীল কর।

\*এলমে লদুনী -এলমে লদুনী হচ্ছে আল্লাহতায়ালার কর্তৃক আতায়ী জ্ঞান অর্থাৎ অর্পিত জ্ঞান। মহান আল্লাহপাক সন্তুষ্ট হয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে এই জ্ঞান দান করেন। অর্থাৎ গাউছুল আজম (কঃ) বলেনঃ "এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান যাহা নবী অথবা নবীর অর্থাৎ ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারে না।" "যাহা প্রেরণা সম্বলিত 'মলকুত এলহাম' বা এলহাম কাজকারবারের পর্যায়ভুক্ত। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে এলমে লদুনী বলা হয়।" (বেলায়তে মোতলাকা)

হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বলেছেন : "নফস যখন মোতমাইনায় পরিণত হয় তখন আল্লাহর প্রত্যঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ তার দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর কলব আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।" নফসে মোতমাইন হতে উন্নতি লাভ করে পরবর্তী স্তরে পৌঁছার জন্য একাগ্রচিত্তে ধ্যান বা মোরাকাবা করতে হবে। তবেই খোদায়ী জ্ঞান অর্থাৎ এলমে লদুনী অর্জিত হবে।

আল্লাহপাক ফরমাইয়াছেন- "হে পরিতুষ্ট আত্মা, স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, অতঃপর আমার খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর (সূরা ফজর আয়াত ২৭, ২৮, ২৯ ৩০)

পঞ্চম রাজিয়া : রাজিয়া বা তুষ্টিত। আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। নিজের ইচ্ছাধীন কোন প্রকার তুষ্টি না থাকা। আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়ে যাওয়া। ইহার অবতীর্ণ ধর্মঃ পূর্ণ মায়ারাফাত অর্থাৎ প্রকৃত মায়ারাফাত যাকে হুয়াল্লাহ বলে। এই স্তরে সাধক মকামে লাহুত বা অসীম দর্শন জগতের অবগতি লাভ করে। ইহার অবস্থান ক্ষেত্র "ছির" বা রহস্যস্থল। অর্থাৎ রহস্যের রহস্য। এই স্তরের প্রেরণা হচ্ছে গেনা বা নিশ্চিন্ততা। এই স্তরে মানব সসীম থেকে মুক্ত হয়ে অসীমের দর্শনে বিভোর থাকে। এই স্তরের জিকির হচ্ছে 'ওয়াহেদু' অর্থাৎ এক বা অদ্বৈত দর্শন। পীরের হুকুম মত বিশ হাজার বার তেলাওয়াত করা। হে বারে খোদা! তুমি অভিন্ন। তোমার ওয়াহদানীয়াতের নুর বা জ্যোতি আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর। এলাহী তুমি তোমার উলুহিয়াত বা উপাস্যতার স্তরে বিদ্যমান। এই ভাবসহকারে ধ্যান করা।

ষষ্ঠ মর্জিয়া : অর্থাৎ খোদা, যেই নফস বা প্রকৃতির প্রতি সন্তুষ্ট। ইহার অবতীর্ণ ধর্ম হাকীকতে শরীয়ত অর্থাৎ শরীয়ত রহস্য। অবস্থান ক্ষেত্র হায়রত ও খেফা বা সংস্কার মুক্ত। ছায়রে আলমে শাহাদাত বা যথাযথ জ্ঞান। এই স্তরের সাধকগণের প্রেরণা বা স্বভাব হচ্ছে খোদায়ী প্রেরণা। এই স্তরে কোন জিকির নাই। 'হে প্রিয় অর্থাৎ হে আল্লাহ





৪র্থ নফসে মোতমাইন : 'নফসে মোতমাইন' অর্থাৎ যেই মানব সত্ত্বা বা প্রকৃতি সন্তোষ "এতমিনান" একান্তই  
বা মোরাকাবা অবস্থা আনয়ন করে। মোতমাইন শব্দের অর্থ পরিতুষ্ট অথবা শান্তি ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত। এই নফস  
প্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। ইহা কখনও অন্যায় ও পাপ কাজ করে না। ইহার উপর আল্লাহর জ্যোতি প্রতিফলিত  
হওয়ায় ইহা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় সাধক যাবতীয় দুর্বলতা হইতে মুক্ত হয়ে সদা সর্বদা একান্ত  
খোদার বলকের প্রত্যাশায় ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। যাকে মোরাকাবা বলে। আল্লাহর প্রেম ও সন্তুষ্টিতে নিজেকে  
করে দেয়। এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহর নির্দেশের অধীন করে নেয়। এই স্তরের অবতীর্ণ ধর্ম হাকীকত  
প্রকৃত পরিচয়। যাতে নিজ পরিচয় হাছেল হয়। এই স্তরে হাকীকতে মোহাম্মদীর স্বরূপ বিকাশ পায়। ইহার  
বা স্বভাব হচ্ছে "ওয়াছলতা" বা মিলন। যা পরমাত্মার সাথে মিলন। আর অবস্থান ক্ষেত্র "ছির" বা রহস্যস্থল  
স্তরের জিকির হচ্ছে "এয়া হাইয়ো" অর্থাৎ হে চিরজীবী। পীরের নির্দেশমত বিশ হাজার বার। এই স্তরের ধ্যান  
হচ্ছে "ওহে চিরজীবী! আমার জীবন পবিত্র যাপন কর। তোমার ভালবাসা দান কর। 'এয়া হাইয়ো' হে চিরজীবী  
বারে খোদা! আমার রুহ বা আত্মাকে তোমার সঙ্গে জীবিত কর। যাহাই চিরজীবন। আমার রহস্যকে তোমার  
স্থিতিশীল কর। আমার কলব বা অন্তঃকরনকে তোমার তত্ত্বে পরিচিতি কর। আমার জীবনকে তোমার এলমে  
দ্বারা বাক্যশীল কর।

\*এলমে লদুনী -এলমে লদুনী হচ্ছে আল্লাহতায়লা কর্তৃক আতায়ী জ্ঞান অর্থাৎ অর্পিত জ্ঞান। মহান আল্লাহ  
সন্তুষ্ট হয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে এই জ্ঞান দান করেন। অহীয়ে গাউছুল আজম (কঃ) বলেনঃ "এই জ্ঞান এমন এক  
যাহা নবী অথবা নবীর অহী ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারে না।" যাহা প্রেরনা সম্বৃত "মলকুত এলহাম" বা এল  
কাজকারবারের পর্যায়ভুক্ত। হুফী পরিভাষায় যাহাকে এলমে লদুনী বলা হয়।" (বেলায়তে মোতলাকা)

হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বলেছেন : "নফস যখন মোতমাইনায় পরিণত হয় তখন  
প্রত্যঙ্গের রক্ষনাবেক্ষন তার দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর কলব আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।" নফসে মোতমাই  
হতে উন্নতি লাভ করে পরবর্তী স্তরে পৌঁছার জন্য একাগ্রচিত্তে ধ্যান বা মোরাকাবা করতে হবে। তবেই খোদায়ী  
অর্থাৎ এলমে লদুনী অর্জিত হবে।

আল্লাহপাক ফরমাইয়াছেন- "হে পরিতুষ্ট আত্মা, স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তুমি তাঁর প্রতি  
এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, অতঃপর আমার খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ  
(সূরা ফজর আয়াত ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০)

পঞ্চম রাজিয়া : রাজিয়া বা তুষ্টিত। আল্লাহতায়লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। নিজের ইচ্ছাধীন কোন প্রকার তুষ্টি না থাক  
আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়ে যাওয়া। ইহার অবতীর্ণ ধর্মঃ পূর্ণ মায়ারাফাত অর্থাৎ প্রকৃত মায়ারাফাত যাকে হুয়ালাহ বলা  
এই স্তরে সাধক মকামে লাহুত বা অসীম দর্শন জগতের অবগতি লাভ করে। ইহার অবস্থান ক্ষেত্র "ছির" বা  
অর্থাৎ রহস্যের রহস্য। এই স্তরের প্রেরনা হচ্ছে গেনা বা নিশ্চিত্তাব। এই স্তরে মানব সসীম থেকে মুক্ত  
অসীমের দর্শনে বিভোর থাকে। এই স্তরের জিকির হচ্ছে 'ওয়াহেদু' অর্থাৎ এক বা অদ্বৈত দর্শন। পীরের হুকুম  
ত্রিশ হাজার বার তেলাওয়াত করা। হে বারে খোদা! তুমি অভিন্ন। তোমার ওয়াহদানীয়াতের নুর বা জ্যোতি  
আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর। এলাহী তুমি তোমার উলুহিয়াত বা উপাস্যতার স্তরে বিদ্যমান। এই ভাবসহকারে  
করা।

ষষ্ঠ মর্জিয়া : অর্থাৎ খোদা, যেই নফস বা প্রকৃতির প্রতি সন্তুষ্ট। ইহার অবতীর্ণ ধর্ম হাকীকতে শরীয়ত অ  
শরীয়ত রহস্য। অবস্থান ক্ষেত্র হায়রত ও খেফা বা সংস্কার মুক্ত। ছায়রে আলমে শাহাদাত বা যথাযথ জ্ঞান।  
স্তরের সাধকগণের প্রেরনা বা স্বভাব হচ্ছে খোদায়ী প্রেরনা। এই স্তরে কোন জিকির নাই। 'হে প্রিয় অর্থাৎ হে আল





আমাকে তোমার অনুগত কর। তোমার সম্মানে সম্মানিত কর। দানশীল কর' এই ভাবনা সহকারে "ইয়া আজিজু" চল্লিশ হাজার বার ধ্যান করা।

সপ্তম কামেলা : অর্থাৎ পূর্ণ মানবতা আয়ত্তকারী প্রকৃতি। এই স্তরে সাধক পূর্ণমানবতা অর্জন অর্থাৎ ইনসানে কামেলে পরিণত হয়। খোদার নৈকট্য হাসেল করে। তার কাজ কারবার খোদায়ী কাজ কারবারে পরিণত হয়। পবিত্র হাদীসে কুদসীতে আছে : "বান্দা যখন অতিরিক্ত সংকার্য্য দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে, তখন তাহার কর্ণ, চক্ষু, জবান, হাত ও পা আমার হইয়া যায়। তখন সে আমার দ্বারা শুনে, আমার দ্বারা দেখে ও কথা বলে এবং আমার দ্বারাই জ্ঞান দান ও অর্জন করে; আমার হাত দিয়া ধরে এবং আমার পায়ে চলাফেরা করে।" অর্থাৎ এই স্তরে বান্দার অস্তিত্ব বিনাশিত একমাত্র আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বই বিদ্যমান।

ইহার অবস্থান ক্ষেত্র "আখফা" বা সূক্ষ্ম তথ্য জগত। বহুত্রে একের দর্শন বা মাকামে ওয়াহদত। ইহার হাল বা অবস্থা : বাকাবিল্লাহ, ছায়েরে মায়াল্লাহ, খোদার গুনে গুনাশ্বিত পূর্ণতা বিকাশ। এই স্তরের জিকির "ওয়াদুদু" শব্দ দশ হাজার বার। ধ্যানঃ দুষ্ক দান স্নেহের উদ্দেশ্যেই এই স্তরের ধ্যান এবং বিশ্বদরদীভাব ও উৎস। যাহাতে বিশ্বাসী বিশ্ববাসীর দিকে প্রত্যাবর্তন বুঝায়।

জিকিরের মাধ্যমে নফস এর কু-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে সু-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর মাধ্যমে ইনসানে কামেলে পরিণত হয়ে খোদার নৈকট্য হাসেলে সূফী সাধকগণ যুগের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন নিয়ম, রীতি নীতি প্রচলন করেছেন।

বিশ্বে খোদা অনুসারীদের বিভিন্ন পদ্ধতির বৈষম্য দেখা গেলেও সকল ধর্মের আধ্যাত্মিক ধর্ম মত এখানে অভিন্ন। প্রত্যেক খোদা অনুসন্ধিৎসকারীর লক্ষ্য নৈকট্য হাসেল। পবিত্র কোরআনের বাণী : "প্রত্যেকের জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত ও ভিন্ন ভিন্ন উন্নতির পন্থা নির্ণয় করিয়াছি। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সকলকে এক উন্মত্তেও পরিণত করিতে পারিতেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালার যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন; ইহা দ্বারা তোমাদিগকে যাচাই করিতে চাহেন। অতএব তোমরা সংকার্য্যে অগ্রসর হও। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। তখন আল্লাহতায়ালার তোমাদের পরস্পরের বিরোধ সম্বন্ধে সমুচিত্ত খবর দিবেন। (সূরা-মায়দা আয়াত-৪৮)

পবিত্র কোরআনে আরো আছে : "যদি বিভিন্ন জাতির উপর পরস্পরের প্রাধান্য প্রবর্তিত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় উপাসনাগারগণ ধ্বংস হইয়া যাইত; যেখানে খোদার নাম অধিক স্মরণ হয়।" (সূরা-হজ্ব আয়াত-৪০)

তজকীয়ায় নফস হাসেলের সাধনায় সফলতা আনয়নে কামেল পীরের পবিত্র দস্তে বায়াত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। মুরশীদের তছাররুফাত সাধনায় সাফল্য লাভের জন্য উত্তম পাথেয়। মওলানা রুমী বলেন : "মানব মনকে, যখন পীরের জ্ঞান জ্যোতির প্রতি নিবদ্ধ করা হয়, তখন ইহার অংশ স্বরূপ তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়। (মসনবী)

বর্তমান ফিৎনা ফ্যাসাদ এর যুগে মানবতা-নৈতিকতা-ভ্রাতৃত্ব-সাম্য, শান্তি ও মুক্তির অন্বেষণে সত্যের মশালধারী বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর যুগ প্রবর্তক অলী উল্লাহ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর সজরার ধারাবাহিকতায় অর্ন্তভুক্ত গদীর স্থলাভিষিক্ত খেলাফতপ্রাপ্ত মনোনীত সাজ্জাদানশীন পীরে তরিকতের হাতে কাদেরীয়া মাইজভাগুরী তরিকায় বায়াত গ্রহণপূর্বক প্রদত্ত ছবক এর অনুশীলন অনুসরণ তজকীয়ায় নফস হাসেলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির একটি অনন্য কার্যকরী পন্থা। (চলমান)



## “আশেক মালা”

মুহাম্মদ শাহ পুরান, সোয়ালা দায়রা শাখা, সুন্দার

আমার মুর্শেদ মওলা নুরের ছবি-

নুরে ঝলমল করছে,

মুর্শেদ নামের পাগল যারা

তারাই ভবে দেখছে।

আমার মুর্শেদ মওলা করে খেলা-

১০শে মাঘে মিলন মেলা,

যে গিয়াছে সে উতালা

মওলার দিদার পাইছে।

মহাম্মদীয়া প্রদীপ জলে-

আহমদীয়া সাজরা মুলে,

ও বায়াত নিলে আহমদীয়া মঞ্জিলে

রাসুলের হাত ধরছে।

মাইজভাগুরীর আশেক যারা-

দুই কুলের বাহাদুর তারা,

হইয়াছে আল্লাহর পিয়ারা

মওলা দয়া করছে।

হযরতেরী নুরের পুতুল-

মুর্শেদ মওলা শাহ এমদাদুল,

পাগল শাহ পুরান তুই করিছনা ভুল

ময়না রূপ যে ধরছে।

## মাইজভাগুরী

আজ্ঞামানে মোস্তাদে  
সভা গত ১৪ জুলাই  
অনুষ্ঠিত হয়। সা  
ছাহেব, মাননীয়  
মুহাম্মদ আলমগীর  
অন্যান্যদের মধ্যে  
(মঞ্জিলিআঃ) কে  
মওলানা জয়নাল  
মহিউদ্দিন এনা  
আসগর চৌধুরী  
মেজবাউল আল  
রোপন, সংরক্ষণ  
কার্যকরী সংসদ  
সার্বিক কর্মকাণ্ডে  
সিদ্ধান্ত হয়। পা

## মা

সাজ্জাদানশীন  
প্রতিষ্ঠিত খানক  
৪, দক্ষিণ খুল  
পবিত্র মিরাজুল  
পাঠ এবং শা  
আহমদ হোসাই  
সভাপতির বক্ত  
দিদার নসিব  
হযরত মুহাম্ম  
আসেন। তাই  
মাহফিলে সা  
কেবলা কর্তৃ  
মওলানা জয়  
“আয়না পরি  
মুক্ত হইলে





## সংগঠন সংবাদ

### মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের জুলাই মাসের মাসিক সভা গত ১৪ জুলাই ২০১৬ ইংরেজী রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আছর মাইজভাগুর দরবার শরীফস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব জনাব শেখ ছাহেব, মাননীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, সভায় সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব জনাব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর এর পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মোস্তাজেমে দরবার, দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক জনাব আলহাজ্জ মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এনামুল হক বাবুল, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন এনায়েত, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক জনাব মোশাররফ হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক জনাব আলী আসগর চৌধুরী, আইন বিষয়ক সম্পাদক জনাব আবদুল মতিন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মেজবাউল আলম শৈবাল উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিগত কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদিত জুন-জুলাই মাসে বৃক্ষ রোপন, সংরক্ষণ এবং চারা বিতরণ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন এর জন্য জেলা, মহানগর, উপজেলা, শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ এবং খেদমত কমিটি সমূহকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্তে উৎসাহিত এবং সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সম্পাদকমন্ডলীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পরিশেষে মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

### মাইজভাগুরী খানকা শরীফে মিরাজুনবী (সঃ) মাহফিল অনুষ্ঠিত।

সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাগুরী খানকা শরীফ), ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-এ গত ০৪/০৫/২০১৬ ইং রোজ বুধবার, বাদ মাগরিব মাসিক তরিকত মাহফিল এবং পবিত্র মিরাজুনবী (সঃ) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, না'তে রাসুল (সঃ) পাঠ এবং শানে গাউছিয়া পরিবেশন করা হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ)।

সভাপতির বক্তব্যে বলেন- “নামাজ হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মেরাজ। নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার দিদার নসিব হয়।” তিনি আরো বলেন- “আর আজ এই মহান দিনে আল্লাহর হাবীব সরকারে-দু-আলম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এই মহান নেয়ামত নিয়ে আসেন। তাই এই মেরাজের রজনী অত্যন্ত বরকতময় রজনী।”

মাহফিলে সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলা কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, মিলাদ, জিকির ও মুনাজাত পরিচালনা করেন জনাব আলহাজ্জ মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী। সাজ্জাদানশীন হজুর কেবলা (মঃজিঃআঃ) ছাহেব তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, “আয়না পরিষ্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে সম্মুখের সমস্ত কিছু প্রতিবিম্বিত হয়। তদ্রূপ মানব অন্তর পরিষ্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে খোদার গুন গরিমা, সত্য সত্ত্বা অলক্ষ্যেই আয়ত্ব হইয়া যায়।”



ওলামা ও দারুত-তায়ালীম সম্মেলনে সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব বলেন-  
**“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের মাধ্যমে তজকিয়ায়ে নফছ হাসেল হয়।”**

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী তরিকার জিকির। এই জিকিরের মাধ্যমে তজকিয়ায়ে নফছ হাসেল হয়। বিগত আত্মার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়। তাই সকল দারুত তা'য়ালীম প্রতিনিধিদেরকে আত্মার উন্নতির জন্য নিয়মিত নামাজ আদায় করার পর পরিশুদ্ধভাবে জিকির চর্চা করার পরামর্শ দেন। গত ২৭ জিলক্বুল গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর চপ্ত বার্ষিকী ওরশ শরীফ উপলক্ষে ওলামা ও দারুত- তায়ালীম প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব এসব কথা বলেন।

উক্ত সম্মেলনে কুরআন হাদীসের আলোকে ওলামাগণ বলেন-আল্লাহর নেয়ামত আল্লাহর অলীদের মাধ্যমে বন্টন করা হয়। আল্লাহকে পেতে হলে আল্লাহর অলীর দরবারে যেতে হবে।

আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর অনুমোদনক্রমে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর অর্থ সংগঠন গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদিয়া ওলামা কমিটির উদ্যোগে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে সকাল ১১:০০টায় ওলামা ও দারুত-তায়ালীম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ওলামা কমিটির সভাপতি হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ বদরুদ্দোজা এর সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মওলানা আবু মুহা়র সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ ও শানে গাউছুল আজম পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হযরতুলহাজ্ব আল্লামা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের যথাক্রমে আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, শেখ মুহাম্মদ আলমগীর, এনামুল হক বাবুল, মোশাররফ হোসাইন, আলী আজগর চৌধুরী, আলহাজ্ব মুহিউদ্দীন এনায়েত ও আবদুল মতিন উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ওলামা কমিটির সহ-সভাপতি হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আবু জাফর ছিদ্দিকী, মওলানা মীর মুহাম্মদ মহিউদ্দীন নুরী, ডাঃ মওলানা জাফর আহমদ, মওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, মওলানা আলী আকবর মুন্সী, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের এ.এম. কামাল উদ্দীন, জাহাংগীর আলম চৌধুরী, আবুল কাসেম, চট্টগ্রাম মহানগর, বিভিন্ন উপজেলা কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তাবৃন্দ ও ওলামা কমিটির সদস্যগণ এবং সকল অনুমোদিত দারুত-তায়ালীম প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিকাল ৩:০০টায় আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে মিলাদ, জিকির ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

**দক্ষিণ খুলশীস্ত মাইজভাণ্ডারী খান্কা শরীফে মাসিক তরীকত মাহফিল অনুষ্ঠিত।**

“রমজানের রোজা তজকিয়ায়ে নফছ হাছেলের জন্য বড়ই উপকারী” -সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ





ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)

সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেব কেবলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ), ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-এ গত ০১/০৬/২০১৬ ইং রোজ বুধবার, বাদ মাগরিব মিলাদ, জিকির ও ছেমা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আহসানুল হক বাদলের পরিচালনায় মাহফিলে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আবুল কাশেম, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ করেন জনাব এস এম, সিরাজুদ্দিন, শানে গাউছিয়া পরিবেশন করেন জনাব শেখ শাকিল মাহমুদ। মাহফিলে সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেব কেবলা কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, মিলাদ ও জিকির পরিচালনা করেন জনাব মওলানা মুহাম্মদ আবুল মুনসুর। সাজ্জাদানশীন হুজুর (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেব তাঁর বক্তব্যে উদ্বোধন করেন, “রমজানের রোজা তজকিয়ায়ে নফহ হাছেলের জন্য বড়ই উপকারী”। মাহফিলে নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ), মোস্তাজেমে দরবার, সহ-সভাপতি, আজ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ সহ সংগঠনের কেন্দ্র, জেলা, উপজেলা, মহানগর, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির সদস্যসহ অসংখ্য আশেক, ভক্ত ও মুরীদানগণ উপস্থিত ছিলেন। এশার নামাজ সমাপনান্তে মওলানা মুহাম্মদ আবুল মুনসুর পরিচালনায় ছেমা পরিবেশন করেন বিশিষ্ট মাইজভাণ্ডারী সংগীত শিল্পী জনাব আহমদ নূর আমিরী। শজরা শরীফ পাঠের মাধ্যমে মুনাজাত শেষে মাহফিলে আগত মেহমানদের মাঝে তবরুক বিতরণ করা হয়।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া বৃক্ষ রোপন, বিতরণ ও সংরক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন-

**“মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম উপাদান হচ্ছে গাছ।”**

মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম উপাদান হচ্ছে গাছ। গাছের বাতাসের মাধ্যমে মানুষের শ্বাস প্রঃশ্বাস সঞ্চালিত হয়। পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে গাছ লাগানোর কোন বিকল্প নাই। গাছ লাগানো স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান হওয়া যায়। এই আব্দাহর নেয়ামতের শুকরিয়া সমগ্র মানব জাতিকে করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ থেকে তরুণ সমাজকে দূরে রাখার জন্য এই সমস্ত মানব কল্যানের কাজে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। “বৃক্ষ রোপন, বিতরণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠানে বক্তাগণ এসব কথা বলেন।

আজ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে এবং চন্দনাইশ উপজেলা কার্যকরী সংসদের সার্বিক সহযোগিতায় গত ৩০-০৭-২০১৬ তারিখ সকাল ১১ টায় রজভিয়া আজিজিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসা প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রায় ৫০০ (পাঁচ শত) জন লোককে প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) বিভিন্ন ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন ও বিতরণ করা হয়।

জেলা দারুল তায়ালীম জনাব মওলানা আবুল মনসুরের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রজভিয়া আজিজিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসার অধ্যক্ষ হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুফতি আহমদ হোসাইন আল কাদেরী।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব হুমায়ন কবির চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জনাব এ এম কামাল উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব জাহাংগীর আলম চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব নুরুল কবির এবং চন্দনাইশ



উপজেলা কার্যকরী সংসদের জনাব মুহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, জনাব হাবিবুর রহমান, জনাব মুহাম্মদ নরুদ্দীন, জনাব বদুর্জি মিয়া, জনাব মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন, পটিয়া উপজেলার সভাপতি জনাব লিয়াকত আলী, আনোয়ারা উপজেলার সভাপতি ডাঃ মুহিউদ্দীন খান এবং চন্দনাইশ, পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলার বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা, মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিবর্গগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে মিলাদ, জিকির ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

## মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত-

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা ০৬/০৯/২০১৬ বাদে আছর খুলশী মহানগর কার্যালয় মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক জনাব আহসানুল হক বাদল এর পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জনাব আজম খান।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রমের মান উন্নয়নে গৃহীত এবং পেশকৃত প্রস্তাব সমূহ নিয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি জনাব সফিউল আলম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ, সংগঠনিক সম্পাদক জনাব দেলোয়ার হোসেন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জাহাংগীর আলম খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক জনাব আই এইচ মুহাম্মদ মিয়া, দপ্তর সম্পাদক জনাব অধ্যাপক আহমদ কবির এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক জনাব সফিউর রহমান সাইফু। পরিশেষে মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

## মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া নোয়াজীশপুর ও হলদিয়া দায়রা শাখার উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব এর মানব কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায় আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) রাউজানের নোয়াজীশপুর ও হলদিয়া শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে আসন্ন পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে এলাকার গরীব দুঃস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। গত ০১-৬-১৬ তারিখে হলদিয়া দায়রা শাখা এবং আজ ০২-৬-১৬ তারিখে নোয়াজীশপুর দায়রা শাখার উদ্যোগে এলাকার স্থানীয় জনগণ এবং শাখার সদস্যদের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে সভাপতিত্ব করেন যতাক্রমে আলাউদ্দিন চৌধুরী ও মোঃ ফারুক উদ্দিন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউনুছ আলমাস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব জাকির হোসেন ও চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের কোষাধ্যক্ষ এ. এম. কামাল উদ্দিন। এছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি এবং আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) রাউজান উপজেলা, শাখা দায়রার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আরফর রহমান এবং দাউদ মিয়া বাপ্পার পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, না'তে রাসুল (সঃ) ও শা'নে গাউছিয়া পরিবেশন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম আরম্ভ হয়।



উক্ত অনুষ্ঠান সমূহে বক্তাগণ বলেন- “রমজান মাস আত্মতজ্জ্বির মাস। এ মাসে ছওম পালনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিষ্কার হয়। রমজান মাস উন্মত্তে মুহাম্মদীর ওনাহ মাপের মাস। এই মাসে আল্লাহ বান্দাহদেরকে অসংখ্য রহমত দান করেন। বক্তারা আরো বলেন- এলাকার ধনবানদের এই মহতী কর্মে মনোনিবেশ করার আহবান জানান এবং যারা গরীব লোকদেরকে সহযোগীতা করেন তাদেরকে আল্লাহ আরো নেয়ামত বৃদ্ধি করেদেন।” পরিশেষে শাখা দারুত-তায়ালীমের প্রতিনিধির মাধ্যমে মিলাদ, জিকির ও মুনাজাত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া গত ৩০-০৫-১৬ তারিখে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদকের উপস্থিতিতে ফেনী জেলা কার্যকরী সংসদের সাথে ফেনী জেলা কার্যালয়ে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

## ঔষধী চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী বলেন-

প্রতিটি গাছ মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ

“প্রতিটি গাছ মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম উপাদান হচ্ছে গাছ। গাছের বাতাসের মাধ্যমে মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালিত হয়। এই আল্লাহর নেয়ামতের গুরুত্বা সমগ্র মানব জাতিকে করতে হবে।” ঔষধী চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) ছাহেব এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) বলেন- “একটি নিম্ন গাছ একটি গ্রাম্য ঔষধালয়। গাছ মানুষের বন্ধু। পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে গাছ লাগানোর কোন বিকল্প নাই। এছাড়া গাছ লাগানো স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান হওয়া যায়।” তিনি আরো বলেন- “সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদ থেকে নিজের সন্তানদেরকে দূরে রাখার জন্য প্রত্যেক পিতা মাতাকে সচেতন থাকার জন্য আহ্বান জানান।”

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে গত ১৪-০৭-২০১৬ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিনিটে গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে ঔষধী চারা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মাইজভাগুর পাঁচ পাড়াকে ঔষধী গ্রাম ঘোষণা করে স্থানীয় ১৫০ জন লোককে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) বিভিন্ন ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়। মাইজভাগুর পাঁচ পাড়াকে ঔষধী গ্রাম তৈরীর লক্ষ্যে ১৫০ জন লোককে পর পর তিন বছর ঔষধী গাছের চারা বিতরণ এবং সংরক্ষণ করা হবে।

জনাব মুহাম্মদ আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মহিউদ্দীন এনায়েত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ)। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সচিব শেখ মোঃ আলমগীর, অধ্যক্ষ দারুত-তায়ালীম আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন, আইন বিষয়ক সম্পাদক আবদুল মতিন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক মেজবাউল আলম এবং চট্টগ্রাম জেলা, মহানগর, উপজেলা, শাখা ও মাইজভাগুর পাঁচ পাড়ার সদস্যবৃন্দ।

পরিশেষে মিলাদ, জিকির ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।



## মাইজভাগারী শাহ্ এমদাদীয়া রাঙ্গুণীয়া উপজেলার বৃক্ষ রোপন ও চারা বিতরণ অনুষ্ঠান ।

আঞ্জু মানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগারী (শাহ্ এমদাদীয়া) রাঙ্গুণীয়া উপজেলা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে দুপুর ২:০০ টায় রাঙ্গুণীয়া এস আর এস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন ও চারা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব গাজী মুহাম্মদ ছাদেক শাহ্ এর সম্বলনায় দুপুর ২ টায় এস আর এস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মওলানা মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ ও নাতে রাসুল (সঃ) ও শানে গাউছিয়া পরিবেশন করেন মওলানা মুহাম্মদ আবদুল করিম।

অনুষ্ঠানে এস আর এস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মুহাম্মদ আমির আলী তালুকদার সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জু মানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের কোষাধ্যক্ষ জনাব এ.এম. কামাল উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের দপ্তর সম্পাদক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গুণীয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এ. এম. তারেক সাদেক, রাঙ্গুণীয়া উপজেলা কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় এলাকাবাসী, স্কুল ছাত্র/ছাত্রী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন রাঙ্গুণীয়া উপজেলা কার্যকরী সংসদের সভাপতি জনাব এস. এম জাকির হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন-“পৃথিবীকে একটি বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে বৃক্ষ রোপন করার কোন বিকল্প নেই। বৃক্ষ প্রত্যেক মানুষের নিকটতম বন্ধু। বৃক্ষ অক্সিজেন সরবরাহ করার মাধ্যমে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখেন। তার যার যার অবস্থান থেকে এই সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আহ্বান জানান।” অতিথিদের বক্তব্য শেষে স্থানীয় প্রায় ২০০ জনকে ১০০০ (এক হাজার) বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

পরিশেষে মিলাদ, জিকির ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

## মাইজভাগারী (শাহ্ এমদাদীয়া) সিতাকুন্ড উপজেলা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ কর্মসূচী।

সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগারী (মঃ), গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাগার দরবার শরীফ কর্তৃক মানব কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচী সমূহের আওতায় আঞ্জু মানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগারী (শাহ্ এমদাদীয়া) সিতাকুন্ড উপজেলা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ ইং সিতাকুন্ড দায়রা শাখা প্রাঙ্গণ এবং রাস্তার উভয় পাশে বিভিন্ন ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা কার্যকরী সংসদের সভাপতি জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম মুন্না, সাধারণ সম্পাদক জনাব হান্নান মাহমুদ আকিব, কোষাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ ফহিউল আলম ভূঁইয়া, দারুত্ব-তায়ালীমের সম্পাদক, জনাব মওলানা মুহাম্মদ আবুল বশর, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, জনাব মুহাম্মদ আজম উদ্দীন, সিতাকুন্ড দায়রা শাখার সভাপতি জনাব ছিদ্দিকুর রহমান, সহ সভাপতি জনাব গোলাম সোবহান সহ উপজেলার আতাবীন বিভিন্ন শাখার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রসুল (সঃ) পাঠ এবং শানে গাউছুল আজম মাইজভাগারী (শাহ্ এমদাদীয়া) রাঙ্গুণীয়া উপজেলা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে দুপুর ২:০০ টায় রাঙ্গুণীয়া এস আর এস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন ও চারা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।





পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে সবুজ বনায়ন এর লক্ষ্যে বৃক্ষ রোপন ও সংরক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে মিলাদ মুনাযাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

## মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ঐর খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত-

গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আক্কাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ঐর পবিত্র খোশরোজ শরীফ আগামী ১৪ অক্টোবর' ২০১৬ইং, ২৯ আশ্বিন ১৪২৩বাংলা, সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব ঐর আদিকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত খোশরোজ শরীফ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইং শনিবার বাদ আছর গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর এর পরিচালনায় পবিত্র কোরান তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) ও শানে গাউছিয়া পাঠান্তে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোস্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব বিভিন্ন খেদমতের বিভাগের পরিচালক, সহ-পরিচালক সেবকসহ সবাইকে একযোগে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার আহবান জানিয়ে দিগনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বিশেষ বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সচিব জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব। সভায় আঞ্জামানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, উপজেলা, মহানগর, শাখা দায়রা ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি সমূহের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ সহ পাঁচ পাড়ার সর্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় দারুল-তাযালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী সভায় মিলাদ এবং মুনাযাত পরিচালনা করেন।

“তোরা দেখে যা শুনে যা করিস নারে ভুল।  
হযরতের বাঁশী বাজায় মওলা এমদাদুল।।”

**২৯ আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ**  
উপলক্ষে প্রকাশিত ‘জ্ঞানের আলো’র  
সফলতা কামনা করছি।

মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত  
মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক  
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ঐর মেহেরবানী প্রত্যাশায়

**নাছির উদ্দিন সুমন**

সদস্য সচিব

গাউছিয়া আহমদিয়া  
এমদাদীয়া খেদমত কমিটি

কুয়াইশ শাখা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৩-২৯৫৮০৮

প্রত্যেক মাসের ১ম শুক্রবার মিলাদ ও  
জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে  
শরীয়ত ও তরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী  
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ঐর  
মেহেরবানীর প্রত্যাশায়-

প্রোপ্রাইটর : এম, এ, তৈয়ব  
মোবাইল : ০১৮১৫-৫২১৪৮৭



গাউছিয়া  
**শাহ্ এমদাদীয়া ফার্মেসী**

এখানে যত্ন সহকারে খতনা করা হয়।

লালা দীঘির পাড়, কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।



ବିନ୍ଦୁସ୍ତରୀ

এখা  
১। দি  
৬। ব  
১১।  
১৬।  
শাট

“এক

আধু  
লুঙ্গি  
গায়ে  
প্রসা  
সূল্য  
৭৯/১  
বিঃ

সৌজন্যে-  
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)  
কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,  
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,  
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।